POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

নিশ্চয় যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(আলে ইমরান:১৭৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 06 Feb 2025 7 শাআবান-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দু-বিষর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেই জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও। কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দন্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত, দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং ক্ষতির কারণ না হয়, অথবা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া শাহী দরবারে পেশ করিবার উপযুক্ত না হয়।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

কখনও ইহা মনে করিও না যে, তাহা হইলে অন্যান্য জাতি কিরূপে কৃতকার্য হইতেছে। যদিও তাহারা তোমাদের কামেল ও সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। খোদাতালার পরীক্ষা কখনও এরূপও হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব আমোদ ও সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তাহার জন্য পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও উলঙ্গ হইয়া যায়। অবশেষে পার্থিব দুঃশ্চিন্তাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কখনও সংসারের বিফলতা দ্বারাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা প্রথমোক্ত পরীক্ষার ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে, কেননা প্রথমোক্ত পরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তি অধিকতর অহংকারী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই উভয় শ্রেণীর লোকই অভিশপ্ত। প্রকৃত সুখের উৎস- 'খোদা'। অতএব যেহেতু এই সকল ব্যক্তি সেই 'হাইয়্যুন' (চিরঞ্জীব) ও কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী) খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, বরং উদাসীন এবং তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহারা কি করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে? ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং যে ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই সে ধ্বংস হইয়াছে। দার্শনিকদের অনুসরণ করিও না এবং তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিও না, কারণ এই সব দর্শন অজ্ঞতা-পূর্ণ। খোদার কালামে যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই প্রকৃত দর্শন যাহারা পার্থিব দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা খোদার কেতাবে প্রকৃত জ্ঞান ও দর্শন অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অজ্ঞতার পথ কেন অবলম্বন কর? তোমরা কি খোদাকে এমন কথা শিখাইতে চাহ যাহা তিনি জানেন না? তোমরা কি পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধের পিছনে দৌড়াইবে? হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যে নিজেই অন্ধ সে কেমন করিয়া তোমাদিগকে পথ দেখাইবে? বরং প্রকৃত দর্শন (জ্ঞান) রূহুল কুদ্দুসের সাহায্যে লাভ হয়, যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই রূহের সাহায্যে তোমাদিগকে সেই পবিত্র জ্ঞানের মার্গে উন্নীত করা হইবে, যেখানে অন্যেরা পৌঁছিতে পারিবে না। যদি সততা ও নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা কর তাহা হইলে শেষে তোমরা ইহা লাভ করিবে তখন তোমরা উপলব্ধি করিবে যে, এই জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা ও জীবন দান করে এবং 'একীনের মিনারায়' (দৃঢ় বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌঁছাইয়া দেয়। যে মৃত দেহ ভক্ষণ করে, সে তোমার জন্য কোথা হইতে পবিত্র খাবার সংগ্রহ করিবে? যে নিজে অন্ধ সে কেমন করিয়া তোমাকে পথ দেখাইবে? প্রত্যেক পবিত্র জ্ঞান আকাশ হইতে আসে। সুতরাং এই দুনিয়ার লোকদের নিকট কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছ? যাহাদের রূহ আকাশের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী। যে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করে নাই, সে কেমন করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে? কিন্তু এসবের জন্য সর্ব প্রথম পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সরলতা প্রয়োজন। তবেই ইহার পর এই সব কিছুই তোমরা লাভ করিবে।

কখনও ইহা ভাবিও না যে, খোদার ওহী আর নাযেল হইবে না। ইহা অতীতের বিষয়* এবং রূহুল কুদ্দুসও অতীতেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, ভবিষ্যতে আর অবতীর্ণ হইতে পারে না। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, প্রত্যেক দ্বারই বন্ধ হইতে পারে কিন্তু রূহুল কুদ্দুস-এর অবতীর্ণ হইবার দ্বারা কখনও বন্ধ হইতে পারে না। তোমরা আপন হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও যে, তিনি তথায় প্রবেশ করিতে পারেন। প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তোমরা নিজেরাই নিজেদের আত্মাকে ঐ সূর্য হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছ। হে অজ্ঞ! উঠ এবং হৃদয়ের জানালা খুলিয়া দাও; তাহা হইলে জ্যোতিঃ নিজ হইতেই তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে। খোদাতালা যখন পার্থিব 'ফয়েযের' (অনুগ্রহের) পথ এই যুগে তোমাদের জন্য বন্ধ করেন নাই বরং প্রশস্ত করিয়াছেন, তখন কি তোমরা ধারণা করিতে পার যে, তিনি তোমাদের জন্য ঐশী আশীষের পথ, যাহা তোমাদের জন্য বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন? কখনও নহে বরং অধিকতর প্রশস্তভাবে সেই দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। 'সূরা ফাতেহায়' প্রদত্ত আপন শিক্ষানুযায়ী খোদাতালা যখন অতীতের সকল আশীষের দ্বার বর্তমানে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তখন তোমরা কেন তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিতেছ?

সেই উৎসের পিয়াসী হও, তাহা হইলে আপনা আপনিই পানি তোমাদের নিকট আসিবে। সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ কর যেন স্বতঃই স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হইয়া আসে। দয়া লাভের যোগ্য হও যেন তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়, ব্যাকুল হও যেন সান্ত্বনা পাও, বার বার ক্রন্দন কর যেন এক (ঐশী) হস্ত তোমাদিগকে ধারণ করিয়া লও। কি দুর্গম সেই পথ যাহা খোদার পথ! কিন্তু তাহাদের জন্য ইহা সুগম করা হয় যাহারা মরিবার উদ্দেশ্যে এ অতল গহ্বরে পতিত হয়, যাহারা নিজেদের মনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লয় যে, আমরা অগ্নি বরণ করিতে প্রস্তুত আছি এবং আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের জন্য ইহাতে দগ্ধ হইব। অতঃপর তাহারা নিজদিগকে ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে তখন সহসা তাহারা দেখিতে পায় যে, উহা বেহেশতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই কথাই খোদাতালা এখানে বলিতেছেন ঃ-

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ হে অসাধু ও সাধু ব্যক্তিগণ! তোমাদের মধ্যে ঐরূপ কেহই নাই যাহাকে জাহান্নামের আগুন

(এরপর ৬ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) বললেন "হে ইবনে অউফ! এই পতাকা হাতে নাও এবং তোমরা সবাই খোদার পথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড় এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। কিন্তু দেখ! কোন বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের পুরুষদের লাশকে বিকৃত করবে না, তাদের শিশুদের হত্যা করবে না। এটি খোদার আদেশ এবং তাঁর নবীর সুন্নত। "

এই রেওয়াতে সম্ভবত বর্ণনাকারী ভুলবশত নারীদের উল্লেখ করে নি। নতুবা অন্যান্য স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন এটিও তাগাদা দিতেন, নারীদের হত্যা করবে না, বৃদ্ধ লোকদেরও হত্যা করবে না আর যাদের জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গীত তাদেরকেও হত্যা করবে না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দেশ বিভাগের সময় ৩১৩জন দরবেশ কাদিয়ানে অবস্থান করেন। তিনি সেই দরবেশদের মাঝে সর্বশেষ দরবেশ তিনি ছিলেন আর তিনি ও চলে গেলেন। এখন কাদিয়ানে আর কোনো দরবেশ জীবিত নেই। আজ থেকে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত এটি প্রথম জলসা– যা কোনো দরবেশের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন কাদিয়ানে বসবাসকারী নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব হলো, এই কোরবানীকারী বুযুর্গদের কর্মকাণ্ডসমূহ অব্যাহত রেখে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে কাদিয়ানে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২৭ ফাতাহ,, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও কতিপয় অভিযানের উল্লেখ করব। ইতিহাসে একটি অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায় যেটিকে যায়েদ বিন হারেসার অভিযান বলা হয়। এই অভিযান ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল আখেরা মাসে বনু জুযাম এর দিকে হিসমা-য় সংঘটিত হয়। হিসমা বনু জুযাম এর একটি শহর ছিল আর মদিনা থেকে আট রাতের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। সেই যুগের সফরের একক অনুযায়ী আট রাতের বেশ দীর্ঘসফর ছিল। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম যাদ উল মাআদ-এ বলেছেন যে, এই অভিযান নিঃসন্দেহে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা অর্থাৎ সপ্তম হিজরী সনের ঘটনা।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৮১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৯) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০২)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, এই অভিযানের তারিখ সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে, যার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইবনে সা'দ এবং তার অনুসরণে অন্যান্য জীবনীকারেরা এই অভিযানের তারিখ ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল আখেরা উল্লেখ করেছেন আর এটিকেই সঠিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম যাদ উল মাআদ-এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই অভিযান সপ্তম হিজরী সনে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে সংঘটিত হয়েছিল। আর সম্ভবত ইবনে কাইয়্যিম এর ভাষ্যানুসারে এই অভিযানের কারণ হিসেবে এটি বর্ণনা করা হয় যে, দেহিয়া কালবী রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ শেষে মদিনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে বনু জুযাম তাকে লুণ্ঠন করে। এটি স্বীকৃত বিষয় যে, মহানবী (সা.)দেহিয়াকে রোমসম্রাটের কাছে পত্র দিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর প্রেরণ করেছিলেন। তাই এই ঘটনা কোনোভাবেই হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বের হতে পারে না। এই যুক্তি নিজ সত্তায় পুরোপুরি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট আর এর আলোকে ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত নিশ্চিতভাবে অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত হয়, কিন্তু তিনি (রা.) লিখেন যে, আমার মতে একটি ব্যাখ্যা এমন রয়েছে যেটিকে আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম উপেক্ষা করে গেছেন। তা হলো এই যে, খুবসম্ভব রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাতের জন্য দেহিয়া দুইবার সিরিয়া গিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথমবার তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে নিজে থেকেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গিয়ে থাকবেন আর রোমসম্রাটের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। আর দ্বিতীয়বার হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.)-এর পত্র নিয়ে গিয়ে থাকবেন। আর মহানবী (সা.) তাকে রোমসম্রাটের প্রতি বার্তাবাহক হওয়ার জন্য এই কারণেই নির্বাচিত করেছেন কেননা তিনি পূর্বে রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এই ব্যাখ্যার সমর্থন এভাবেও হয় যে, ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এই সফরে দেহিয়ার কাছে বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। আর হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের সফরে বাহ্যত ব্যবসায়িক পণ্যের সম্পর্ক দেখা যায় না। এটিও হতে পারে যে, দেহিয়ার এই সফর কেবল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হয়েছে আর ইবনে সা'দ-এর বর্ণনাকারী তার অন্য সফরের সাথে এই সফরকে গুলিয়ে ফেলেছেন আর রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ ও পোশাকের উল্লেখকে ধারণার বশে (এর সাথে) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৮২)

এই যুদ্ধাভিযানের অবস্থা এবং ঘটনাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রিফা বিন যায়েদ জুযামী স্ব জাতির লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর পত্র নিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। সে সময়ে হযরত দেহিয়া বিন খলীফা কালবী রোমসম্রাটের কাছ থেকে ফিরে আসছিলেন। তাকে মহানবী (সা.) রোমসম্রাটের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। রোম সম্রাট তাকে রাজকীয় পোশাক প্রদান করেন আর রাজকীয় পোশাক পরিধান করান। পথিমধ্যে তার সাথে হুনায়েদ বিন উস এবং তার পুত্র উস বিন হুনায়েদ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইবনে সা'দ এর মতে হুনায়েদ বিন আরেয এবং তার পুত্র আরেয বিন হুনায়েদ সুলাঈ-র সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সুলাঈ হলো জুযাম গোত্রের একটি শাখা। তারা উভয়ে আক্রমণ করে হযরত দেহিয়া-র কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয় আর একটি পুরোনো কাপড় ছাড়া তার কাছে কিছুই বাকি রাখেনি। এ সংবাদ বনু যুবায়েব-এর নিকট পৌঁছে, যা ছিল রিফা বিন যায়েদ-এর গোত্র। এ গোত্রটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই গোত্রের লোকেরা হুনায়েদ ও তার পুত্রের উদ্দেশ্যে বের হয়। তারা এই দু'জনের সাথে লড়াই করে আর হযরত দেহিয়া-র পণ্য উদ্ধার করে। হযরত দেহিয়া মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং তাঁকে (সা.) এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন আর মহানবী (সা.)-এর নিকট হুনায়েদ ও তার পুত্রের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের আবেদন জানান।মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে পাঁচশত লোক দিয়ে প্রেরণ করেন এবং হযরত দেহিয়া-কেও সেনাবাহিনীর সাথেই পাঠিয়ে দেন। হযরত যায়েদ (রা.) রাতের বেলা সফর করতেন এবং দিনের বেলা আত্মগোপনে থাকতেন। তাদের সাথে বনু উযরার একজন পথপ্রদর্শকও ছিল। অপরদিকে বনু জুযাম-এর কিছু গোত্র একত্রিত হয়ে যায়। এদের মধ্যে গাতফান গোত্রের সকলেই ছিল। ওয়ায়েল গোত্র ও সালামান গোত্রের কতক এবং সা'দ বিন হুযায়েম ছিল। রিফা বিন যায়েদ (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর পত্র নিয়ে স্বজাতির নিকট এসেছিলেন তখন তারা হাররাতুল রাজলা নামক স্থানে ছিল। উল্লেখ্য যে, হাররাতুর রাজলা হলো জুযাম অঞ্চলে কালচে পাথুরে ভূমি আর রিফা কুরায়ে রাবওয়া নামক স্থানে ছিলেন। কুরায়ে রাব্বাহ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে যে, এটি বনু জুযাম এর এলাকায় একটি স্থান ছিল। রিফা (রা.) এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বনু উযরার পথপ্রদর্শক হযরত যায়েদ বিন হারেসা এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে ভোরবেলা হুনায়েদ ও তার পুত্র এবং তাদের বসতিস্থলে হঠাৎ পৌঁছে দেন। সাহাবীরা তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করেন আর অনেক রক্তপাত হয়। সেইসাথে হুনায়েদ ও তার পুত্রকেও হত্যা করেন আর তাদের গবাদিপশু, উট ও নারীদের করতলগত করেন। সেখানে এক হাজার উট এবং পাঁচ হাজার ছাগল ছিল। নারী ও শিশুদের মধ্যে একশ' জনকে বন্দি করা হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৮) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০১, ২৪৩)

এই আক্রমণের পর জুযাম গোত্রের শাখা বনু যুবায়েব-এর মদিনায় আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনও যায়েদ (রা.) মদিনায় পৌঁছেননি,

বনু যুবায়েব গোত্রের লোকেরা, যারা ছিল বনু জুযামের শাখা, যায়েদ-এর এ অভিযানের সংবাদ লাভ করে। তারা তাদের নেতা রিফা বিন যায়েদ (রা.)-এর সাথে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি আর আমাদের জাতির বাকি সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যারা মুসলমান হয়নি তাদের জন্যও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে অথচ আপনার প্রেরিত সেনাদল আক্রমণ করে তাদের মধ্যে কতককে হত্যা করেছে, কতককে বন্দি করেছে আর গনিমতের সম্পদ সংগ্রহ করেছে। কিন্তু আমরা তো মুসলমান হয়ে গিয়েছি আর তাদের ব্যাপারেও নিরাপত্তানামা রয়েছে। তাহলে এই হামলায় আমাদের গোত্রকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো? আমাদের ওপর কেন আক্রমণ করা হলো? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, একথা সঠিক; তিনি কোনো পাল্টাযুক্তি দেননি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি ঠিক বলেছো, কিন্তু যায়েদ এ সম্পর্কে জানতেন না। এছাড়া যারা এই ঘটনা নিহত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তিনি বারবার আফসোস প্রকাশ করেন। তখন হযরত রিফা-এর সঙ্গী আবু যায়েদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যারা নিহত হয়েছে তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো দাবিদাওয়া নেই। ভুল বোঝাবুঝির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, কিন্তু যারা জীবিতআছে আর যায়েদ (রা.) আমাদের গোত্র থেকে যে সম্পদ করায়ত্ব করেছেন তা আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, একেবারেই সঠিক কথা। হাজার হাজার ভেড়া, উট ও ধনসম্পদ প্রভৃতি ও একশত বন্দিও ছিল। তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা.)-কে হযরত যায়েদের (রা.) নিকট প্রেরণ করেন এবং চিহ্ন হিসেবে তাকে নিজ তরবারি প্রদান করেন আর যায়েদ (রা.)-এর কাছে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, সেই গোত্রের যেসব বন্দি ও সম্পদ করায়ত্ব করা হয়েছে সেগুলো যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। হযরত যায়েদ (রা.) এ আদেশ পাওয়া মাত্র সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেন এবং গণিমতের মালও ফিরিয়ে দেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৮২-৬৮৩) অঢেল সম্পদ ছিল।

অপবাদ আরোপ করা হয় যে, গণিমতের মাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যুদ্ধ করতো। এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে সেই মানের কথা জানা যায় যা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বর্তমানে তো মুসলমানরাই শত্রুতাবশত মুসলমানদের হত্যা করছে, অথচ এখানে শুধুমাত্র চুক্তিভুক্তদের সাথেই এমন সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

এরপর হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র আরেকটি সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সারিয়্যা ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে ওয়াদিউল কুরা বা কুরা উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছে।

(শারাহ যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

সারিয়্যা হিসমা'র প্রায় এক মাস পর এটি সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) পুনরায় যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে ওয়াদিউল কুরা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

ওয়াদিউল কুরা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এটি মদীনার উত্তরে সিরিয়া অভিমুখে প্রায় ৩৫০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।

(মুজামুল মাআলাম আল জিগ্রাফিয়া ফিস সীরাতুন্নববীয়া, পৃ: ২৫০)

একটি রেওয়ায়েত আছে, এখানে মাযহিজ ও কুযাগোত্রের লোকেরা সমবেত ছিল এবং এটিও বলা হয়েছে যে, মুযার গোত্রের কিছু পরিবারও সেখানে সমবেত ছিল, কিন্তু যুদ্ধ হয় নি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৯)

কিন্তু ইবনে হিশাম বলেন, কুরা উপত্যকায় বনু ফুযারাহ্ (গোত্রে)'র সাথে সাহাবীদের যুদ্ধ হয় এবং কয়েকজন সাহাবী শহীদ হন এবং যায়েদ (রা.)ও গুরুতর আহত হন। (আসসীরাতুন নববীয়া লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৭৫)

কিন্তু খোদা তা'লা তার (প্রাণ) রক্ষা করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.)' পুস্তকে এ ঘটনার উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধ হয়েছিল।

অতঃপর সারিয়্যার আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে দূমাতুল জান্দলের নিকটে এই যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়। দূমাতুল জান্দল মদীনার উত্তরে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী একটি স্থান, যা মদীনা থেকে প্রায় ৪৫০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত ছিল।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪৯]

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন উমর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন খাত্তাব (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ করো; আমি তোমাকে আজ অথবা আগামীকাল একটি অভিযানে প্রেরণ করতে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, এই সারিয়্যার প্রস্তুতি এবং যাত্রা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের বরাতে এই মজার রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার আমরা কয়েকজন ব্যক্তি যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপবিষ্ট ছিলাম, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আব্দুর রউফ বিন অওফ (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তখন) এক আনসারী যুবক উপস্থিত হয়ে তাঁর (সা.) সমীপে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মু'মিনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? তিনি (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তি যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। এটিই মু'মিনের পরিচয়, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই প্রসঙ্গেই {মহানবী (সা.)-এর সাথে} সাধারণ কথাবার্তাও হতো; যদিও সারিয়্যা বা বিভিন্ন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আলোচনা হতো, কিন্তু এ সময় বিভিন্ন উপদেশও দিয়েছেন যা আমাদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (সা.) বলেন, সর্বোত্তম সে- যে চরিত্রের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সবচেয়ে অধিক মুত্তাকী কে? তিনি (সা.) বলেন, সে- যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণে রাখে এবং এর জন্য সময় আসার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে। (সেই) প্রস্তুতি কী? (তা হলো) আল্লাহ্‌র ভয় থাকা, তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং তাঁর নির্দেশাবলি মেনে চলা। (এটিই হলো মৃত্যুর পূর্বপ্রস্তুতি।) একথা শুনে সেই আনসারী যুবক নীরব হয়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) আমাদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে কিছু উপদেশ প্রদান করেন,

"হে মুহাজিরদের দল! পাঁচটি এমন মন্দ বিষয় আছে যা থেকে আমি খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি আর সেগুলো যেন কখনো আমার উম্মতের মাঝে সৃষ্টি না হয় সেজন্যও (খোদার) আশ্রয় যাচনা করি। কেননা সেগুলো যে জাতিতে দেখা দেয় তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

প্রথমত, যখন কোনো জাতির মাঝে অশ্লীলতা ও অপকর্ম এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা তা প্রকাশ্যে করতে আরম্ভ করে তখন তাদের মাঝে এমন রোগব্যধি ও মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটে যা তাদের পূর্বের লোকদের মাঝে ছিল না।

বর্তমান বিশ্বে আমরা এটি সর্বত্র দেখতে পাই। মহানবী (সা.) এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। মুসলমানদের বিশেষভাবে এটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

"দ্বিতীয়ত, যখন কোন জাতিতে ওজন ও পরিমাপে দুর্নীতির অভ্যাস সৃষ্টি হয় তখন এর পরিণাম স্বরূপ সেই জাতির ওপর দুর্ভিক্ষ, দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য এবং সমসাময়িক শাসকের পক্ষ থেকে অত্যাচার নির্যাতনের বিপদ নেমে আসে।"

এসম্পর্কেও অনেক বেশি প্রণিধান করা উচিত। এখন তো মুসলমানের মাঝেও অনেক বেশি দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। হায়! এটি যদি এটি বুঝতো। আহমদীদের বিশেষভাবে এই বিষয়ে প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

"তৃতীয়ত, যখনই কোনো জাতি যাকাত ও সদকা প্রদানে আলস্য ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে, তার ফলাফলস্বরূপ তাদের জন্য বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি যদি আল্লাহ্‌র নিজের সৃষ্ট জীবজন্তু ও গবাদি পশুর চিন্তা না থাকতো তাহলে এমন জাতির ওপর বৃষ্টিপাত একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।"

এটিও আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির লক্ষণ। এসব থেকেও (তাঁর) আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা; করো আমিও আশ্রয় প্রার্থনা করি।

"চতুর্থত, যখনই কোনো জাতি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে তাদের শত্রু জাতিগুলোর মধ্য হতে কোনো জাতিকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা তাদের অধিকার হরণ করা আরম্ভ করে।"

বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা দৃষ্টে সাব্যস্ত হয় যে, এরা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন এবং এদেরকে বোঝার শক্তি দিন।

"পঞ্চমত, যখনই কোনো জাতির আলেম-ওলামা এবং ইমামগণ শরীয়ত বিরোধী ফতওয়া দিয়ে শরীয়তকে নিজেদের ইচ্ছামতো বিকৃত করার অপচেষ্টা করেছে তখনই এর ফলে তাদের মাঝে অন্তঃর্কলহ এবং বিতণ্ডার ধারা আরম্ভ হয়েছে।"

বর্তমানে মুসলমানদের বিভিন্ন দলের ভেতর এটি সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। যেসব বিষয় থেকে মহানবী (সা.) আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন বর্তমানে সেগুলোই আমরা মুসলমানদের মাঝে দেখতে পাই। আল্লাহর তা'লা করুণা করুন।

"মহানবী (সা.) এর এই স্বর্ণালী বক্তব্য বিভিন্ন জাতির উন্নতি ও অধঃপতনের কারণগুলোর ওপর সর্বোৎকৃষ্ট আলোকপাত করে। আর মুসলমানরা চাইলে বর্তমান যুগেও এটি তাদের জন্য একটি চমকপ্রদ শিক্ষা।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৮১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৯) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০২)

হায়! মুসলমানরা যদি এর প্রতি অভিনিবেশ করতো!

(এই) অভিযানে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আবদুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে রাতের বেলা দূমাতুল জান্দল অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তার সৈন্যবাহিনী জুরফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন আর তারা ছিলেন প্রায় সাতশ' জন। জুরফ সম্পর্কে লেখা আছে, এটি মদীনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৯) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০২)

এই অভিযানের বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, এ পর্যায়ে ইসলামী প্রভাবের বলয় খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল। আরবের দূর-দূরান্তের প্রান্তেও ইসলামের তবলীগ পৌঁছে যাচ্ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোতে বিরোধিতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর যেসব মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো তাদেরকে তাদের গোত্রের লোকজনের পক্ষ থেকে চরম অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছিল। আর এসব যুলুম-নির্যাতনের ভয়ে অনেক দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ইসলাম গ্রহণের ঘোষনা করা থেকে বিরত থাকত। তাই যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যাবলীতে এটিও যুক্ত হয় যে, এমনসব গোত্রেরপ্রতি সেনাদল প্রেরণ করা হোক যাদের মধ্যে কিছু মানুষ মনেপ্রাণে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল কিন্তু অত্যাচার-নিপীড়নের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত। যদিও এসব দল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, যে বিষয়ে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে।এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে একটি সেনাদল হযরত আবদুর রহমান অওফ (রা.)-র নেতৃত্বে সুদূর দূমাতুল জান্দল অভিমুখে প্রেরণ করেন। চতুর্থ হিজরীতে স্বয়ং মহানবী (সা.)ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই জায়গায় গিয়েছিলেন। আর এভাবে অত্র অঞ্চল সে সময়ের দুই বছর পূর্বেই ইসলামের গন্ডিভুক্ত হয়েছিল। আর সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অপরিচিত ছিল না। বরং সম্ভবত তাদের একটি অংশ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাদের নেতা এবং গোত্রের লোকদের বিরোধীতার কারণে সাহস করতে পারছিল না। যাহোক তিনি ষষ্ঠ হিজরী সনে একটি বড়ো সেনাদল জ্যেষ্ঠ সাহাবী আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) এর নেতৃত্বে দুমাতুল জান্দালের দিকে প্রেরণ করেন।

তিনি (সা.) নিজের নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইবনে অউফ! আমি তোমাকে একটি যুদ্ধে (সারিয়্যাতে) আমীর বানিয়ে পাঠাতে যাচ্ছি, তুমি প্রস্তুত হও। পরদিন সকালে আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) তাঁর (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হলেন।তিনি (সা.) নিজ হাতে তার পাগড়িটিই তার মাথায় বেঁধে দিলেন এবং বেলালকে (রা.) তার হাতে একটি পতাকা তুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) এর অধীনে সাহাবাদের একটি দলকে নিযুক্ত করে তাদেরকে বললেন,

"হে ইবনে অউফ! এই পতাকা হাতে নাও এবং তোমরা সবাই খোদার পথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড় এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। কিন্তু দেখ! কোন বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের পুরুষদের লাশকে বিকৃত করবে না, তাদের শিশুদের হত্যা করবে না। এটি খোদার আদেশ এবং তাঁর নবীর সুন্নত। "

এই রেওয়াতে সম্ভবত বর্ণনাকারী ভুলবশত নারীদের উল্লেখ করে নি। নতুবা অন্যান্য স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন এটিও তাগাদা দিতেন, নারীদের হত্যা করবে না, বৃদ্ধ লোকদেরও হত্যা করবে না আর যাদের জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গীত তাদেরকেও হত্যা করবে না।

এরপর তিনি আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) কে দুমাতুল জান্দালের দিকে যাত্রা করার এবং সন্ধির মাধ্যমে নিস্পত্তির নির্দেশ প্রদান করেন । কেননা যদি তারা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তাহলে সবচেয়ে উত্তম। তিনি (সা.) আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) কে বলেন, এক্ষেত্রে যদি তারা সম্মত হয় তাহলে তোমার জন্য তাদের নেতার মেয়েকে বিবাহ করা সমীচিন হবে। এরপর তিনি (সা.) এই সেনাদলকে বিদায় দেন এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) সাতশ' সাহাবীকে নিয়ে দুমাতুল জান্দালের দিকে যাত্রা করেন। এটি আরবের উত্তরে তাবুক থেকে উত্তর পূর্ব দিকে সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। যখন এই ইসলামী সেনাদল দুমা পৌঁছান, তখন প্রথমে দুমার লোকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মনে হচ্ছিল। মুসলমানদেরকে তারা তরবারির ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বুঝানোর পর তারা ধীরে ধীরে এই মনোবৃত্তি পরিহার করে। আর কিছুদিন পর তাদের নেতা আসবাগবিন উমর কালবী যে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিল, আব্দুর রহমান বিন অউফের তবলীগে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে। তার সাথে তার জাতির অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে, যারা সম্ভবত পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। যারা নিজেদের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাও সানন্দে ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। কাউকে বলপূর্বক বাধ্য করাহয় নি। অনেকেই ছিল যারা গ্রহণ করে নি। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের আনুগত্যের অঙ্গীকার করে।

"এভাবে অত্যন্ত মঙ্গালজনকভাবে এই অভিযান সমাপ্ত হয় এবং মহানবী (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) দুমাতুল জান্দালের নেতা আসবাগ বিন উমরের কন্যা তামাযেরকে বিবাহ করে মদীনাতে ফিরে আসেন। খোদার কৃপায় এবং মহানবী (সা.) এর মনোযোগের কল্যাণে আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) এর ঘরে সেই তামাযেরের গর্ভে এমন এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, যিনি পরবর্তীতে ইসলামের সর্বোত্তম সেবক হন এবং জ্ঞান ও পান্ডিত্যের সেই মার্গে উপনীত হন যে, নিজ যুগে তিনি ইসলামের প্রথম সারির আলেমদের মাঝে গণ্য হতেন। তার নাম ছিল আবু সালামা যুহরী।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭১৩-৭১৬)

ইবনে সা'দ আবু সালামা যুহরী সম্পর্কে লিখেছেন, "কানা সিকাতান ফাকিহান কাসিরাল হাদীস"। অর্থাৎ আবু সালামা একজন নির্ভরযোগ্য ফিকাহবিদ এবং বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

সাঈদ বিন আস বিন উমাইয়্যা যখন প্রথমবারের মত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের পক্ষ থেকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি আবু সালামাকে মদীনার কাযি বা বিচারক নিযুক্ত করেন। আবু সালামা ৯৪ হিজরী সনে বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

(তাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১৮,১২০)

ফাদাক অভিমুখে হযরত আলী ইবনে আবি তালেবের সারিয়্যা'র বিবরণ। এই সারিয়্যা ৬ষ্ঠ হিজরীতে শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে একশত লোকসহ ফাদাকে বনু সা'দ বিন বকর এর প্রতি প্রেরণ করেন। ফাদাক সম্পর্কে লিখিত আছে যে, এটি মদীনা থেকে ছয় রাতের দূরত্বে অবস্থিত খায়বারের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। ৭ম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধে উক্ত অঞ্চল যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত হয়। বর্তমানে এটি বড় একটি শহর যেখানে প্রচুর পরিমাণে খেজুর বাগান রয়েছে আর এটি চাষাবাদের জন্য বিখ্যাত। এখন এটিকে আলহায়েত বলা হয়। মহানবী (সা.) যখন জানতে পারলেন যে, শত্রুরা একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছে আর তারা খায়বারের ইহুদীদের সাহায্য করতে চাচ্ছে। হযরত আলী (রা.) রাতের বেলা সফর করতেন আর দিনের বেলায় আত্মগোপন করতেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৯৭) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৯৮) (মুজামুল মাআলাম আল জিগ্রাফিয়া ফিস সীরাতুন নববীয়া, পৃ: ২৩৫)

সিরাতে খাতামান্নাবিয়্যিনে এর বিশদ বিবরণ এভাবে লিখিত রয়েছে, নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণে মদীনায় ইহুদীদের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ এসেছিল তা আরবের সমস্ত ইহুদীদের হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধছিল। আর বনু কুরায়যা'রযুদ্ধের পর যখন মদীনা একেবারে ইহুদী শূন্য হয়ে যায় তখন খায়বারের সেই জনপদ যা হিজাজের ইহুদীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল, তা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আস্তানায় রূপান্তরিত হয়। আর এই স্থানের ইহুদীরা যারা স্বভাবগতভাবে বিদ্বেষী, হিংসাপরায়ন, অত্যাচারী ছিল, তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এবং মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় সব সময় সক্রিয় থাকত।

৬ষ্ঠ হিজরী সনের শা'বান মাসে মহানবী (সা.) এ সংবাদ পেলেন যে, বনু সা'দ বিন বকর গোত্র এবং খায়বারের ইহুদীদের মাঝে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্পরিক গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আর বনু সাদ খায়বারের ইহুদীদের সাহায্যার্থে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করছে। এই সংবাদ পাওয়ার অনতিবিলম্বে

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

মহানবী (সা.) হযরত আলীর (রা.) নেতৃত্বে সাহাবাদের একটি দল প্রেরণ করেন, যারা দিনের বেলায় লুকিয়ে আর রাতের বেলায় সফর করে ফাদাকে পৌঁছায়; যার পাশেই এই লোকেরা একত্রিত হচ্ছিল। সেখানে মুসলমানরা একজন বেদুঈন ব্যক্তি দেখতে পেল যে কিনা বনু সা'দের গোয়েন্দা ছিল। হযরত আলী (রা.) তাকে গ্রেফতার করে ফেলেন আর তার কাছেবনু সা'দ এবং খায়বারবাসীর খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে তো সে পুরো অজ্ঞতা এবং তাদের না জানার ভান করে, কিন্তু পরিশেষে সে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি আদায় করে সমস্ত গোপন খবরাখবর প্রকাশ করে দেয়। অতঃপর মুসলমান সৈন্যদল সেই ব্যক্তিকে নিজেদের পথনির্দেশক বানিয়ে সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হয় যেখানে বনু সা'দ একত্রিত হচ্ছিল আর তারা (মুসলমানরা) অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। এই অতর্কিত আক্রমনের কারণে বনু সা'দ বিচলিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে আর হযরত আলী (রা.) মালে গনিমত করায়ত্ব করে মদীনায় ফেরত আসেন। আর এভাবেই এই বিপদ সাময়িকভাবে টলে যায়।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭১৬)

এরপর রয়েছে সারিয়্যা আবু বকর এর বর্ণনা যা বনু ফাযারা অভিমুখে পরিচালিত হয়। এই সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়। বনু ফাযারা নাজদ অঞ্চলের (ওয়াদিউল কুরাতে) কুরা উপত্যকায় বসবাস করত আর আলকুরা উপত্যকা মদীনার উত্তরে সিরিয়ার দিকে প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৩০০)

তাবাকাতুল কুবরা এবং সীরাত ইবনে হিশাম-এ লেখা আছে, এ অভিযান হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়েছিল।

(সূত্র: তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৯) (ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৭৫)

কিন্তু সহীহ মুসলিম এবং সুনান আবু দাউদ থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) এই অভিযানের আমীর হিসাবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে নির্বাচিত করেছিলেন। যেমন সহীহ মুসলিম-এর রেওয়ায়েতে আছে, আইয়াস বিন সালামা বর্ণনা করেন, আমার পিতা হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেছেন, আমরা ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এবং আমাদের আমীর ছিলেনহযরত আবু বকর (রা.)। মহানবী (সা.) আমাদের জন্য তাঁকে (রা.) আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আমরা যখন পানি থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে ছিলাম, অর্থাৎ সেখানে কুয়া ইত্যাদি বা পানির জায়গা একঘন্টা দূরত্বে ছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নির্দেশ দিলে আমরা রাতের শেষপ্রহরে পানির স্থান থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে শিবির স্থাপন করলাম। অতঃপর আমরা এবং তারা সেই পানির স্থানে পৌঁছালাম আর তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) সবদিক থেকে আক্রমণ রচনা করেন। কিছু লোককে হত্যা করেন আর অনেককে বন্দিও করেন। আর আমি মানুষের সেসব দলকে দেখছিলাম যাদের মাঝে শিশু ও মহিলারা ছিল। আমি এই ভয়ে ভীত হই যে, তারা আমার পূর্বে না পাহাড়ে আরোহণ করে বসে। অর্থাৎ সাথে যে সাহাবীরা ছিল তাদের কথা বলছেন, আশংকা ছিল পাছে এ লোকেরা দৌড়ে আবার পাহাড়ে চড়ে বসে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি তখন তাদের এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তির নিক্ষেপ করি। তির নিক্ষেপ করতে থাকি যেন তারা ভয়ে পিছু হটে যায়। তারা যখন তির দেখে তখন থেমে যায়। আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই। তাদের মাঝে বনু ফাযারা-র একজন মহিলা ছিল যে পুরানো কাপড় পরিহিত ছিল এবং তার সাথে তার মেয়ে ছিল যে কি-না খুবই সুন্দর ছিল। আমি তাদেরকে ঘিরে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে নিয়ে আসি। হযরত আবু বকর (রা.) তার মেয়েকে উপহার হিসেবে আমায় প্রদান করেন। আমরা মদীনায় ফিরে আসি। মহানবী (সা.) এই মেয়েকে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তো তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে নিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন যেন তার বিনিময়ে অনেক মুসলমানদের স্বাধীন করানো যায়, যারা মক্কায় বন্দি হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৪৫৭৩)

এই অভিযানে মুসলমানদের সংকেত বা কোড ওয়ার্ড ছিল আমিত-আমিত। হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, আমি সেই দিন নিজ হাতে সাতজনকে হত্যা করি। আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী নয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৯)

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথমজন হলেন মুকাররম তৈয়ব আহমদ সাহেব বাঙালি, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। তিনি ১১ ডিসেম্বর তারিখে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।। তাঁর জন্ম বাংলাদেশে হয়েছিল। ১৯৪২ সালে তিনি ঢাকায় রীতিমতো ফর্ম পূরণ করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি প্রথমবার কাদিয়ান জলসায় যোগদান করেন এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। কাদিয়ানের প্রতি হৃদয়ে এতটা ভালোবাসা জন্মায় যে, তিনি আর নিজের দেশে ফেরত যান নি। তিনি কাদিয়ানে থেকে দুই বছর দেহাতী মুবাল্লেগীনের বিশেষ ক্লাসে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের সেই দিনগুলোতে দেশ বিভাগের ঘটনা ঘটে আর তিনি কাদিয়ানে থাকার আবেদন জানান, যা মঞ্জুর করা হয়।

দরবেশী জীবনে তিনি বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন দপ্তরে তিনি বিভিন্ন ধরনের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৫৫-৫৬ সালে জামা'তের আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ান এই ঘোষণা দেয়, যে-সব দরবেশকোনো কাজ করে নিজে আয় উপার্জন করতে সক্ষম তাদের উচিত কোনো না কোনো জীবিকার সন্ধান করা, কেননা জামা'ত তাদের ভাতা প্রদান করতে এবং এহেন অবস্থায় তাদের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম। এই নির্দেশের অধীনেতিনি দারুল মসীহ্‌র বাইরে বাজারে একটি চায়ের দোকান দেন আর অধিকাংশ সময় মেহমানদের এবং গরিবদের তিনি বিনামূল্যে চা পান করাতেন।তার বিয়ে কেরালার এক তালাকপ্রাপ্তা নারী আমেনা সাহেবার সাথে হয়েছিল। তার পূর্বের ঘরে এক কন্যা ছিল। সেই কন্যাকে তিনি লালন-পালন করেছেন। কিছুকাল পূর্বে তার হাঁটুতে ভীষণ যন্ত্রণা দেখা দেয় আর চলাফেরা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ডাক্তাররা তাকে অস্ত্রপচারের পরামর্শ প্রদান করেন (কিন্তু) তিনি তা গ্রহণ করেন নি বরং ভীষণ আহাজারি, আকুতিমিনতি ও ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন এবং বেহেশতি মাকবেরার কিছু লতাপাতা (আমাকে) খাওয়ান। তিনি বলেন, এরপর ধীরে ধীরে হাঁটুর যন্ত্রণা দূর হয়ে যায় আর নিজ বাসনা অনুসারে পুনরায় নিয়মিত নামায আদায় করতে মসজিদে আকসা ও মসজিদে মোবারকে যাওয়া আরম্ভ হয়। খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা ছিল। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ছিল বিধায় যুবকদের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। খেলার মাঠে এসে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। এভাবে শিশুদের তরবিয়তও হয়ে যেত।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দেশ বিভাগের সময় ৩১৩জন দরবেশ কাদিয়ানে অবস্থান করেন। তিনি সেই দরবেশদের মাঝে সর্বশেষ দরবেশ তিনি ছিলেন আর তিনি ও চলে গেলেন। এখন কাদিয়ানে আর কোনো দরবেশ জীবিত নেই। আজ থেকে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত এটি প্রথম জলসা- যা কোনো দরবেশের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন কাদিয়ানে বসবাসকারী নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব হলো, এই কোরবানীকারী বুযুর্গদের কর্মকাণ্ডসমূহ অব্যাহত রেখে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে কাদিয়ানে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়া পাকিস্তানের সদর মির্যা মুহাম্মদ দ্বীন নায সাহেবের। (তিনি) মির্যা আহমদ দ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তার ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতেরগোড়াপত্তন তার পিতার মাধ্যমে হয়েছে। তিনি একজন আহমদী পাটওয়ারী হাশমত উল্লাহ্ সাহেবের তবলীগে ১৯৪২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের বিয়ে সৈয়্যদ আব্দুল হাদী সাহেবের কন্যা সৈয়্যদা নুসরত জাহাঁ সাহেবার সাথে হয়েছে। তার একজন ছেলে ছিল, সে যুবক বয়সে মৃত্যুবরণ করে। এরপর তিনি একজন ভাগিনা ও একজন ভাগিনীকে লালন-পালন করেন এবং সন্তানের মতো তাদেরকে লালনপালন করেন। ভাগিনাও অসুস্থ আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন। ১৯৬৫ সালে তিনি জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন। বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। কিছুকাল বাইরে চাকরিও করেন। এরপর জামেয়াতে ভর্তি হন। জামেয়াতে ভর্তি হয়ে ১৯৭১ সালে জামেয়া পাশ করার পর তার প্রথম পদায়ন ফিল্ডে হয়। এরপর তাকে জামেয়ার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়। সারাফও নাহাভ (অর্থাৎ আরবি ব্যাকরণ) পড়াতেন। সাহিত্য, ফিকাহ্, ইতিহাস ও তাসাউফও পড়িয়েছেন। জামেয়াতে নায়েব প্রিন্সিপাল হিসেবেও

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। ৩৭ বছর পর্যন্ত তার জামেয়াতে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। এরপর এডিশনাল নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ তালীমুল কুরআন এবং ওয়াকফে আরযী হিসেবে তার নিযুক্তি হয়। এরপর ২০১৮ সালে তাকে আমি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করি। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই পদেই তিনি বহাল ছিলেন।

কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহতেও তার যথেষ্ট সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আনসারুল্লাহ্‌র সফে দওম-এর সদরও ছিলেন। মাসিক খালিদ এবং মাসিক আনসারুল্লাহ্‌র এডিটরও ছিলেন। ১৯৯৪ সালে প্রায় এক মাসের অধিক বা সোয়া মাস পর্যন্ত তার 'আসিরে রাহে মওলা' বা 'খোদার খাতিরে কারাবরণেরও সৌভাগ্য হয়েছে। দারুল কাযায় কাযা বোর্ডের সদস্য হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন। মজলিসে ইফতার সদস্য ছিলেন। তদভীন ফিকা কমিটির সদস্য ছিলেন। বুয়ূতুল হামদ-এর সেক্রেটারি ছিলেন। আরবী বোর্ডের প্রধানও ছিলেন। আরবীর গভীর জ্ঞান রাখতেন।

তার সহধর্মিনী বলেন, আমি এ কথার সাক্ষী, তার সম্পূর্ণ জীবনের সারকথা হলো, "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃনা নয়কো কারো 'পরে"।

তার এক ভাতিজা বলেন যে, মির্যা নাজ সাহেব আমাকে বলেছিলেন যে, আমার স্মরণ আছে "দশ বা বারো বছর বয়স থেকে আমি তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করি যা আজ পর্যন্ত কোনো অসুস্থতা বাধ না সাধলে নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করে আসছি। একইভাবে দশ বা এগারো বছর বয়স থেকে আমি বাজামা'ত নামাজ পড়া আরম্ভ করি আর এই অভ্যাস ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অথবা কোন অসুস্থতা ব্যতীত সর্বদা মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত নামাজআদায় করি। তার আরেক আত্মীয় বলেন যে, আমি তার সাথে একবার এক রাত অতিবাহিত করি। প্রচণ্ড শীতের রাত ছিল। রাত অনেক দীর্ঘ ছিল। আমি দেখেছি রাতে উঠে তিনি প্রায় চার ঘণ্টা ক্রমাগত তাহাজ্জুদ পড়েন এবং তিনি বলতেন, শীতের দীর্ঘ রাতে দীর্ঘসময় তাহাজ্জুদ পড়া উচিত। তিনি আরো বলেন,[মির্যা সাহেব তার মামা ছিলেন]দু রাকাত নফল পড়া সম্পর্কে বলেছেন, হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর যুগেআরম্ভ করি আর এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আমল করে যাচ্ছি।

এখানে জলসায় আসতেন, গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন, এখানে [আমার সাথে] সাক্ষাৎ করতেন আর সর্বদাই আমি তার চোখে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা দেখেছিএবং আনুগত্যের উন্নত মান দেখেছি। এখানে আসলে তাকে কেউ বাসায় নিতে চাইলে বা দাওয়াত দিলে তিনি এই শর্ত দিতেন যে, আমি খলিফাতুল মসীহ্‌র পিছনে বাজামা'ত নামাজ আদায় করবো। যদি নামাজের পূর্বেই আমাকে পৌঁছে দিতে পারো তাহলে তোমার সাথে যেতে পারি, অন্যথায় যাবো না।

তার ভাই মোশ্‌তাক বেগ সাহেব এখানে (যুক্তরাজ্যে) থাকেন। তিনি বলেন যে, পিতার ইচ্ছায় আমার ভাই নিজের জীবন জামা'তের জন্য উৎসর্গ করেন এবং জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি বিএ পাশ করেছিলেন কেননা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেই তিনি জীবন উৎসর্গ করতে চাইতেন। জামেয়া আহমদীয়া থেকে পাশ করার পর মিশরের এক বিশ্ববিদ্যালয় তাকে খুব ভালো একটি চাকরির প্রস্তাব দেয় এবং খুব ভালো বেতন দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেন এবং বলেন, আমি আমার জীবন আল্লাহ তা'লার পথে উৎসর্গ করেছি। এটি সেই সময়ের কথা যখন তার ভাতাঅর্থাৎ মুরুব্বীদের ভাতা কেবল চল্লিশ রুপি ছিল এবং অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো।

জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ার প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়াজ সাহেব তার কর্তব্য দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পন্ন করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমরা সানিয়া বা সালেসাতে পড়তাম। নাজ সাহেব আমাদের আরবী পড়াতেন। সেই সময় তার এক বোন সম্ভবত ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছিল যে তিনি দুরারোগ্য । জামেয়া কমপাউন্ডে তিনি তার কাছেই থাকতেন। একদিন তাকে (বোনকে) রক্ত দিতে হয়। রক্ত দিয়ে জামেয়াতে ক্লাস নিতে চলে আসেন, ক্লাস মিস দেননি। সেই সময় তার বোন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তিনি (আইয়াজ সাহেব) বলেন ক্লাসে আমাদের পড়াচ্ছিলেন এমন সময় তার এক আত্মীয় আসে আর ক্লাস রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ডেকে নাজ সাহেব তার সাথে শুনে পুনরায় ফিরে আসেন এবং আমাদের পড়ানো আরম্ভ করেন।তিনি বলেন, সেদিন তিনি আমাদের একটি আরবী একটি কবিতা পড়াচ্ছিলেন যাতে বেদনাদায়ক পংক্তিও ছিল। সেই পংক্তিগুলো পড়াতে গিয়ে নাজ সাহেবের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠে এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন, সেই সময় আমরা আশ্চর্য হলাম যে, নাজ সাহেব তো খুবই সাহসী মানুষ, কিন্তু তার এই অবস্থা কেন হলো? যাহোক, তিনি বলেন তিনি ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে ক্লাসের পুরোটা সময় পড়ান এবং পিরিয়ড শেষ হওয়া মাত্র তড়িঘড়ি করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যান। পরে জানা যায়, যে ব্যক্তিটি তার সাথে ক্লাসের বাইরে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তিনি তার নিকটাত্মীয় ছিলেন যিনি তার বোনের স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া জন্য এসেছিলেন। কিন্তু নায সাহেব নিজের আবশ্যকীয় কর্তব্যকে প্রাধান্য দান করেন এবং পাঠ দান শেষ করে গিয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব এর কিছুক্ষণ পরই তার সেই বোন পরলোক গমন করেন।

তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। একজন ওয়াকফে জীন্দেগীর দায়িত্ব তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। খিলাফতের সাথে অশেষ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল তার। আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো, মুকার্‌রম আকমুরাদ হায়েকিফ সাহেবের। তিনি তুর্কমেনিস্তান জামাতের ন্যাশনাল সদর ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ডাক্তার আব্দুল আলীম সাহেব এবং রাওইল বুখারী সাহেবের মাধ্যমে তিনি জামাতের সাথে পরিচিত হন। তাদের দুজনের সম্মিলিত তবলীগে তিনি বয়আত করেন। যদিওতিনি মনেপ্রাণে পূর্বেই আহমদী ছিলেন কিন্তু (তখন পর্যন্ত) বয়আত করেননি। ২০১০ সালে প্রথমবারের মত তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করেন আর এখানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার পর আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং যুগ খলীফার হাতে বয়আত করতে পেরে তিনি আনন্দিত ছিলেন।

পত্র লেখক বলেন, বয়আতের শব্দগুলো যখন পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল,তখন নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানে দৃঢ়তার কারণে তার মুখায়বের চিত্র এমনভাবে পাল্টে যাচ্ছিল যে, আমারবিশ্বাস হচ্ছিল না ইনি সেই আকমুরওয়া সাহেব যিনি কিছুক্ষণ পূর্বেই আমাদের সাথে হাসতে হাসতে কথা বলছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তুর্কমেনি ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজ তিনি আরম্ভ করেন এবং গত বছর সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। গত বছর ইউকে সালানা জলসায় অংশগ্রহণের পর তিনি আমার কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন- এখানে আমি আরো কিছুদিন অবস্থান করতে ইচ্ছুক। আমার অনুমতি প্রাপ্তির পর তিনি এখানে অবস্থান করেন। এখানে থাকাকালে তিনি নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, এছাড়াও রাশিয়ান ডেস্কের সহায়তায় কুরআন অনুবাদকে কিতাব আকারে প্রস্তুত করেন।

আকমুরাদ সাহেব কেবল তুর্কমেনিস্তানের প্রথম আহমদী ছিলেন এমনটি নয়, বরং মৃত্যু পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়া তুর্কমেনিস্তান জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে লিখেন, আমি জন্মগত মুসলমান ঠিকই তবে আমি একজন প্রথাগত মুসলমান ছিলাম।সেটি সোভিয়েত ইউনিয়নের যুগ ছিল, (আমি) কমিউনিযমের সমর্থক ছিলামকিন্তু বিশেষ ইসলামী মূল্যবোধ তখনও আমাদের মাঝে সুরক্ষিত ছিল। আমি অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম কিন্তু মৌলিকভাবে আমি সর্বদা খোদাকেঅন্বেষণ করতাম- কোন খোদা? আল্লাহ্‌তা'লা নাকি পৃথক কোন সত্তা? এটি ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ তবে আমি খোদকে অন্বেষণ করতাম। আমি মৌলিকভাবে কুরআনের কিছু আয়াত মুখস্তও ছিল । তিনি বলেন,নিজ পিতার মৃত্যুর পর আমি একটি স্বপ্নে দেখি,"একজন সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তি আসেন, যিনি ধবধবে সাদা পোষাক পরেছিলেন। সেই কাপড়টি এতই চোখ ধাঁধানো সাদা ছিল যে সেটা বর্ণনা করার মত না। তিনি বলেন, সেই আগমনকারী বুযুর্গ ব্যক্তি হাতের ইশারায় আমাকে নিজের নিকটে ডাকেন এবং তিনি মুখে কিছুই বলেননি, কেবলমাত্র তার কাছে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন (অর্থাৎ আমার কাছে আস)।" তিনি বলেন এটি ২০০১ সালের কথা। এরপর রাভীল সাহেব এবং ডাক্তার আব্দুল আলীম সাহেবের তবলীগের মাধ্যমে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কথা জানতে পারেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছবি তাকে দেখানো হলে তিনি বলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি স্বপ্নে আমাকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। এভাবে তিনি আহমদীয়াতের সত্যতা স্বীকার করেন আর যেভাবে আমি বললাম, ২০১০ সালে এসে বয়আতও গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে যে ফুশে ওঠা আবেদ বিদ্যমান , আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ কেননা সেই জ্যোতি যা আহমদীয়াত আমাকে দিয়েছে, তা আমার হৃদয় যতটা উপলব্ধি করছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

অনেক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী ছিলেন এই ব্যক্তি। তিনিবলেন, প্রত্যেক খুতবা, প্রত্যেক বক্তৃতা আমার হৃদয় এবং আমার আত্মা ছুঁয়ে যায়।

(শেষাংশ ১১ পাতায়...)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

২৩ শে মার্চ জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কেননা, এই দিনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যথারীতি বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের গোড়াপত্তন করেছেন। তিনি (আ.)বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আগমনকারী বা প্রতীক্ষিত মসীহ্ এবং মাহদীর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হলাম আমি। তিনি বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে মানব হৃদয়ে খোদা-প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

তিনি (আ.) বলেন, এই সম্মান ও মর্যাদা আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা এবং তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার কারণে প্রাপ্ত হয়েছি।

তারা চরম অন্যায়কারী, যারা বলে যে, তিনি এবং তাঁর মান্যকারীরা (নাঊযুবিল্লাহ্) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা থেকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদাকে ছোট করে দেখে।

২৩ শে মার্চ, মসীহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে ২৪ শে মার্চ ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর খুতবা জুমা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গতকাল ২৩ মার্চ ছিল। আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাসে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কেননা, এই দিনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যথারীতি বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের গোড়াপত্তন করেছেন। তিনি (আ.)বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আগমনকারী বা প্রতিক্ষিত মসীহ্ এবং মাহদীর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হলাম আমি। তিনি বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে মানব হৃদয়ে খোদা-প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

তিনি আরো বলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে বসবাসকারী আত্মাদের মাঝে, তা ইউরোপ হোক বা এশিয়া, নেক প্রকৃতির অধিকারী সকলকে একত্ববাদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং নিজ বান্দাদেরকে এক ও অভিন্ন ধর্মে সমবেত করাই হল আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য, যা বাস্তবায়নের জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। অতএব তোমরা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজে নিয়োজিত হও। কিন্তু কোমলতা, নমনীয়তা, উত্তম চরিত্র এবং দোয়ার উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে তা সাধন করতে হবে।"

(আল-ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৩০৬-৩০৭)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এই মাকাম এবং এই মর্যাদা আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ও প্রকৃত ভালোবাসার কল্যাণে লাভ করেছি। তাই সারা পৃথিবীর জন্য আমার বাণী হল, এই রসূলকে (সা.) ভালোবাস এবং তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বন্ধন গড়ে উঠবে এবং তোমরা প্রকৃত অর্থে একত্ববাদী ও এক খোদার ইবাদতকারী গণ্য হবে।

তিনি বলেন, "সমগ্র আদম সন্তানের জন্য মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ছাড়া কোন শাফায়াতকারী এবং রসূল নেই। তাই তোমরা এই মহা সম্মানিত এবং প্রতাপান্বিত রসূলকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসার চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন অর্থে প্রাধান্য দিবে না, যেন উর্ধ্বলোকে তোমরা পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকদের তালিকাভুক্ত হতে পার। স্মরণ রেখ, পরিত্রাণ কেবল তা-ই নয় যা মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। বরং প্রকৃত পরিত্রাণ হল সেটি, যা এই পৃথিবীতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করে। মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সে, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা পরম সত্য। আর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) খোদা এবং সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী যোজক। এখন আকাশের নিচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই আর কুরআনের সমমানের বা সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কারো জন্য খোদা তা'লা চান নি যে, সে চিরঞ্জীব হোক, কিন্তু এই মনোনীত এবং সম্মানিত নবী হলেন চিরঞ্জীব।"

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

(কিশতি নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৩০৬-৩০৭)

এটি হল মহানবী (সা.)-এর প্রতি সেই মর্যাদা এবং ভালোবাসা, যা তিনি সবসময় প্রকাশ ও প্রচার করে আসছেন। আর স্বীয় মান্যকারীদেরকেও নসীহত করেছেন, তারা যেন এই মর্যাদা এবং এই মাকামকে দৃষ্টিতে রাখে। তারা চরম অন্যায়কারী, যারা বলে যে, তিনি এবং তাঁর মান্যকারীরা নাঊযুবিল্লাহ্, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা থেকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদাকে হেয় এবং হীন গন্য করে। আজকাল আরবদেশসমূহেও আহমদীদের উপর এই অপবাদই আরোপ করা হচ্ছে। আর এই অভিযোগেই তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে। এমনকি এখন তো মহিলারাও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না এবং তাদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হচ্ছে। আর বেশ কয়েক ঘন্টা সফর করিয়ে কয়েক মাস বয়সের দুধের শিশুদের সাথে মহিলাদের অন্য শহরে টানা-হেঁচড়া করা হয়, আর মামলা দায়ের করা হয় এবং জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই সব মহিয়সী নারীরা সেখান থেকে আমাকে এই বার্তাই প্রেরণ করছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমরা গ্রহণ করেছি, আর এই মানার পরই আমরা প্রকৃত একত্ববাদ আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং তাঁর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছি। আমরা কিভাবে নিজেদের ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে পারি?

যেখানে আমরা এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা এসব আহমদীর জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন, সেখানে আমাদের এই দোয়াও থাকবে যে, খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত-প্রাণ প্রেমিককে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন,যিনি খোদা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে এসেছেন। খোদা-প্রেম এবং তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ব্যাকুলতার একটি চিত্র তাঁরই ভাষায় তুলে ধরছি।

আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন যে, "দেখ! আমার আত্মা শতভাগ তোমার উপর নির্ভর করে তোমারই ভরসায় এমনভাবে উড্ডয়নরত রয়েছে যেভাবে পাখি নিজ আবাসের দিকে ফিরে আসে। অতএব আমি তোমার পবিত্র শক্তিমত্তার নিদর্শন দেখার বাসনা রাখি, কিন্তু তা আমার নিজের জন্য নয় এবং আমার নিজের সম্মানের জন্য নয়, বরং যেন মানুষ তোমাকে চিনতে পারে এবং তোমার পবিত্র পথ অবলম্বন করে, আর যাকে তুমি পাঠিয়েছ তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে হেদায়াত থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, আর আমার সমর্থনে বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেছ। এমনকি চন্দ্র-সূর্যকে তুমি নির্দেশ দিয়েছ যেন রমযানে ভবিষ্যদ্বাণীর তারিখ অনুসারে গ্রহণ লাগে।..... আমি তোমাকে চিনি এবং জানি যে, তুমিই আমার খোদা। তাই আমার আত্মা তোমার পবিত্র নামে সেভাবে উত্তাল হয়ে উঠে, যেভাবে মাকে দেখে দুগ্ধপোষ্য শিশু ব্যকুল হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমাকে সনাক্ত করে নি আর গ্রহণও করে নি।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা: ৫১৫)

এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর (আ.) ভালোবাসা এবং খোদার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনই মানবতাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর মাঝে যে উৎকণ্ঠা রয়েছে তাও পরিদৃষ্ট হয়। আর কেনই বা হবে না, তিনিই তো শেষ যুগে রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বে হৃদয়ে খোদা-প্রেম প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। আর শুধু প্রতিষ্ঠাকারীই নয়, বরং খোদার ভালোবাসায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তিনি (আ.) কতটা ব্যাকুল ছিলেন যে, খোদা প্রেমের এই স্ফুলিঙ্গাযেন অন্যদের হৃদয়েও সৃষ্টি হয় বা প্রজ্বলিত হয়! এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন-

" কত হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে আজ পর্যন্ত এটি জানে না যে, তার এক খোদা আছেন যিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদা-ই আমাদের বেহেশ্‌ত, আমাদের খোদার মাঝেই আমাদের সুমহান আনন্দ ও স্বাদ। কেননা, আমরা তাঁকে দেখেছি এবং এক অপার সৌন্দর্য তাঁর মাঝে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ গ্রহণের যোগ্য, আর পুরো সত্তা বিসর্জন দিয়ে হলেও এই মণি-মুক্তা ক্রয় করার যোগ্য। হে হতভাগারা! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, কেননা এটি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এটি জীবনের প্রস্রবণ,যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে। আমি কী করব? আর কীভাবে এই শুভ সংবাদ হৃদয়ে গ্রথিত করব? কোন ঢোল পিটিয়ে বাজারে এই ঘোষণা করব যে, ইনিই তোমাদের খোদা, যেন মানুষ শুনতে পায়। আর কোন ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব, যেন শোনার জন্য মানুষের কান খোলে।"

(কিশতিহ্ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২১-২২)

এই শব্দগুলোর মাঝে কত গভীর বেদনা অন্তর্নিহিত রয়েছে! বরং বলা উচিত, প্রতিটি শব্দে বেদনার বহু দিক প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রতিটি শব্দের বেশ কিছু পরত রয়েছে, আর প্রতিটি পরতে অন্তর্নিহিত আছে বেদনা। আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি এবং ধারণা অনুসারে এর গভীরে পৌঁছতে পারে। কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি যে পর্যায়েই পৌঁছবে বা উপনীত হবে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ উন্নতি এবং অগ্রগতি হবে। পুনরায় খোদা তা'লার ইবাদত এবং খোদার প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন-

"তোমরা যদি খোদার হয়ে যাও, তাহলে নিশ্চিত জেনো যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা ঘুমন্ত থাকবে, আর খোদা তা'লা তোমাদের জন্য বিনিদ্র থাকবেন। তোমরা শত্রু সম্পর্কে থাকবে উদাসীন, আর খোদা তা'লা তাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করবেন। তোমরা এখনো জানো না যে, তোমাদের মহান খোদার মাঝে কত অসাধারণ শক্তিমত্তা অন্তর্নিহিত আছে। যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এই পৃথিবীর জন্য চরম দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে, এমন একটি দিনও আসতো না। যে ব্যক্তির কাছে এক বিশাল ধন-ভান্ডার রয়েছে,সে কী একটি কানাকড়ি নষ্ট হলে ক্রন্দন করে এবং হা-হুতাশ করে আর ধ্বংস হয়? এই ধন-ভান্ডার সম্পর্কে তোমরা যদি অবহিত হতে যে, খোদা তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে আসবেন তাহলে এই বস্তুজগতের জন্য এত হা-হুতাশ করতে না। খোদা এক মহান ভান্ডার। তাঁকে মূল্যায়ন কর, কেননা তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের সাহায্যকারী। তিনি ব্যতীত তোমরা কিছুই নও। তোমাদের উপায়, উপকরণ এবং তোমাদের পরিকল্পনাও কোন কাজের নয়। তোমরা ভিন জাতির অন্ধ অনুকরণ করো না যারা সম্পূর্ণভাবে উপায় উপকরণের দাসত্ব করছে(বস্তুবাদিতা এবং জাগতিকতা ছাড়া তাদের মাঝে আর কিছুই নেই)। যেভাবে সাপ মাটি খায়, তারাও হীন উপায় উপকরণের মাটিতেই পেট ভরেছে। যেভাবে শকুন এবং কুকুর মৃত প্রাণীর মাংস খেয়ে থাকে, তারাও সেই মৃত লাশের পিছনেই ছুটছে। তারা খোদা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। "

তিনি বলেন, "ভারসাম্য বজায় রেখে উপায়-উপকরণ ব্যবহারে আমি তোমাদের নিষেধ করি না (অর্থাৎ কাজ করা এবং বিভিন্ন জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে আমি নিষেধ করি না), বরং আমি ভিন জাতির মত তোমাদেরকেও সম্পূর্ণভাবে উপায়-উপকরণের বান্দায় পরিণত হতে নিষেধ করি আর সেই খোদাকে ভুলতে নিষেধ করি যিনি উপায়-উপকরণের স্রষ্টা। (অর্থাৎ বিভিন্ন উপায় উপকরণ এবং জাগতিক বস্তু আল্লাহ্ তা'লাই সরবরাহ করেন। সেগুলোর পিছনে ছুটো না। বরং খোদার সত্তায় দৃষ্টি রাখ যিনি এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন)। তিনি বলেন, যদি চোখ থাকে তাহলে তোমরা দেখবে যে, খোদাই সবকিছু, আর অন্য সবকিছু তুচ্ছ। "

(কিশতিহ্ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২১-২২)

অতএব এই হল আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক যা আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি (আ.) নিজের মান্যকারীদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখেন যে, তারা যেন এই মানে উপনীত হয়।

আমি যেমনটি এখনই উল্লেখ করেছি যে, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের কাজ তাঁর (আ.) লাভ হয়েছে মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব ও অনুসরণে এবং তাঁর (সা.) প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার কল্যাণে। এই প্রেম, প্রীতি আর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত তাঁর পবিত্র সত্তায় কীভাবে পরিলক্ষিত হয় এ সংক্রান্ত অগণিত দৃষ্টান্ত বা ঘটনা রয়েছে। এক বর্ণনাকারী একটি ঘটনা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকে একা পায়চারী করছিলেন এবং গুনগুনিয়ে কিছু বলছিলেন। আর একই সাথে তাঁর পবিত্র চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই ব্যক্তি যখন বললেন যে, কোন বেদনা হুযূরকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করছে, তখন হুযূর বলেন যে, আমি হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.)-এর সেই পঙ্‌ক্তি পড়ছিলাম যা তিনি মহানবী (সা.)-এর বিয়োগ বেদনায় ব্যথিত হয়ে লিখেছিলেন। সেই পঙ্‌ক্তি হল

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِيَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ

مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল, আপনি আমার নয়নের মনি ছিলেন। আপনার ইন্তেকালে আমার সেই দৃষ্টি শক্তি আজ হারিয়ে গেছে। এখন যে ইচ্ছা মারা যাক। আমার তো কেবল আপনার মৃত্যু নিয়ে ভয় ছিল, যা ঘটে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই পঙ্‌ক্তি পড়ার সময় আমার হৃদয়ে এই বাসনা গভীরভাবে জাগ্রত হয় যে, হায়! এই পঙ্‌ক্তি যদি আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। এই পঙ্‌ক্তি পড়তে গিয়ে তাঁর চোখ থেকে অঝরে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া তাঁর পবিত্র হৃদয়ের চিত্রের প্রতিফলন ছিল। অতএব এমন প্রেম এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের ধারে কাছেও সে সমস্ত ব্যক্তিরা আসতে পারে না যারা এই অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি (আ.) নাউযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.) থেকে নিজেকে পদমর্যাদায় বড় মনে করতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) গভীর বেদনাঘন ভাষায় তাঁর (আ.) হৃদয়ের এই চিত্র এইভাবে তুলে ধরেছেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি সকল প্রকার কঠোরতা এবং সঙ্কীর্ণতার সম্মুখীন হয়েছেন, যার বিরুদ্ধে বিরোধিতার বহু তুফান বয়ে গেছে, যিনি অগণিত কষ্ট এবং বেদনার সম্মুখীন হয়েছেন, যার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা হয়েছে, যিনি নিজের প্রিয়জন, নিকটাত্মীয়, সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধুদের মৃত্যুর দৃশ্যও দেখেছেন, কিন্তু তাঁর কাছের মানুষ কখনো তাঁর চেহারায় এবং চোখে তাঁর হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করে নি। কিন্তু যখন রসূল প্রেমের প্রশ্ন আসে, তাঁর চোখ থেকে বন্যার মত অশ্রুধারা বয়ে যায়।

(সূত্র: তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ২৮-৩০)

তাঁর রচনা এবং বক্তৃতায় অগণিত স্থানে রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি তাঁর প্রেম এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একবার মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের হাসিঠাট্টা এবং তিরস্কার মূলক কথা শুনে নিজের হৃদয়ের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "কোন জিনিস কখনো আমার হৃদয়কে ততটা ক্ষত-বিক্ষত করে নি যতটা এদের হাসি-তিরস্কার করেছে, যা তারা আমাদের মহানবী (সা.) সম্পর্কে করে থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সম্পর্কে তাদের মর্মপীড়াদায়ক তির্যক মন্তব্য আমার হৃদয়কে গভীরভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখেছে। খোদার কসম, আমার সকল সন্তান-সন্ততি, তাদের সন্তান-সন্ততি, আমার সকল বন্ধু, আমার সকল সাহায্যকারী ও সহায়কদেরও যদি আমার চোখের সামনে এক এক করে হত্যা করা হয়, আর আমার নিজের হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং আমার চোখের মণি যদি উৎপাটন করা হয়, আর আমার সকল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থেকে আমাকে যদি বঞ্চিত করা হয় এবং আমার সকল সুখ আর আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য যদি আমি হারিয়ে বসি, এই সবকিছুর চেয়ে আমার জন্য বেশি অসহনীয় বেদনা হল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় এভাবে হামলা করা। অতএব হে আমাদের স্বর্গীয় মুনিব! তুমি আমাদের প্রতি তোমার করুণা এবং সাহায্যের দৃষ্টি দাও, আর এই ভয়াবহ পরীক্ষা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। "

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা: ১৫)

কেউ আছে কি, যে এমন আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে পারে? প্রেম এবং ভালোবাসার দাবিকারক অনেকেই আছে। রসূলের সম্মান এবং খতমে নবুয়্যতের নামে নৈরাজ্য, হত্যা আর খুনাখুনি করার মত অনেকেই আছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য, আর ইসলাম এবং কুরআনকে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য কী চেষ্টা তারা করেছে? তাঁর (আ.) এই শব্দগুলো শুধু বুলি-সর্বস্ব নয়, বরং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরাও এবংঅন্যরাও এইসাক্ষ্য দেয় যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর প্রেম এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি ধ্বনি এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম থেকে প্রমাণিত হয়। অতএব এই বিষয়টি প্রকাশ করতে গিয়ে অমৃতসরের 'ওয়াকিল' পত্রিকা, যা অআহমদীদের একটি পত্রিকা, তাঁর (আ.) ইন্তেকালে লিখেছে যে,তাঁর (আ.) কতক বিশ্বাসের সাথে ভয়াবহ বিরোধ সত্ত্বেও মির্যা সাহেবের মৃত্যু এবং তাঁর চির-বিয়োগ মুসলমানদেরকে, হ্যাঁ, আলোকিত চিন্তা ধারার

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

অধিকারী মুসলমানদেরকে এই উপলব্ধি করিয়েছে যে, তাদের এক মহান ব্যক্তিত্ব তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। আর একইসাথে ইসলাম বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইসলামের সেই অসাধারণ প্রতিরোধ, যা তাঁর সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, তারও অবসান ঘটেছে। আরো বলা হয়েছে,আজ যখন মির্যা সাহেব আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর সাহিত্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা আমাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করতে হয়। এটি আরো লিখে যে, ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিরোধের ধারা যতই বিস্তৃত হোক না কেন, অর্থাৎ ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের ধারা যতই বিস্তৃত হোক না কেন, মির্যা সাহেবের রচনাবলী কোনভাবেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। "(সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৬ থেকে সংগৃহিত)তাঁর রচনাবলী ছাড়া ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব।

অতএব এই সবকিছু তিনি ইসলামকে খোদার শেষ ধর্ম, আর সম্পূর্ণ ও উৎকর্ষ এবং পরিপূর্ণ ধর্ম প্রমাণের জন্য করেছেন। আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম এবং ভালোবাসার কারণে তাঁর পবিত্র মর্যাদার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য করেছেন যে, প্রকৃত পদমর্যাদার অধিকারী তিনিই। সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের সামনে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মতুল্য আর কোন ধর্ম নেই।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি তাঁর (আ.) প্রেম এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশকে আপত্তিকারীদের পড়া উচিত এবং তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। নতুবা শুধু আপত্তির খাতিরে আপত্তি করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। এক বিশ্বস্ত শিষ্য এবং এক কৃতজ্ঞ সেবক বা ভৃত্যের ন্যায় তিনি সবসময় বলতেন যে, সবকিছু আমার মনিব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কল্যাণে এবং তাঁর আনুগত্যের ফলে লাভ হয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যেভাবে ইব্রাহীমের সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং একইভাবে ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা ও মসীহ্ ইবনে মরিয়মের সাথে বলেছেন, আর সবার শেষে আমাদের প্রিয় মনিব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এমনভাবে কথা বলেছেন বা বাক্যালাপ করেছেন যে, তাঁর উপর সবচেয়ে বেশি জ্যোতির্মণ্ডিত এবং পবিত্র ওহী নাযেল করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি আমাকেও তাঁর কথোপকথন ও বাক্যালাপে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু এই সম্মান আমি সম্পূর্ণভাবে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে লাভ করেছি। যদি আমি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম, তাঁর দাসত্ব এবং আনুগত্য আর অনুসরণ না করতাম, তাহলে আমার নেক কর্ম পৃথিবীর পর্বতমালার সমান হলেও আমি কখনো কথোপকথন এবং বাক্যালাপের এই সম্মান লাভ করতে পারতাম না।"

(তাজাল্লিয়াতি ইলাহি, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৪১১-৪১২)

এসব কথা শোনা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে, সে যালেম, অজ্ঞ এবং নৈরাজ্যবাদী, এছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এদের বিষয় আমরা আল্লাহ্ তা'লার হাতে সোপর্দ করছি যারা বড় বড় আলেম সেজে ঘুরে বেড়ায়।

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা ও মাকাম স্পষ্ট করে পৃথিবীকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত করার পাশাপাশি মানবাধিকার প্রদান এবং খোদার সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীলতার প্রকৃত মর্ম স্পষ্ট করা ও এর উপর প্রতিষ্ঠিত করাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য। তাই তিনি (আ.) বয়আতের শর্তাবলীর মাঝেও এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বরং দু'টো শর্ত সরাসরি এই প্রেক্ষাপটে রয়েছে। চার নম্বর শর্তে তিনি বলেন, "বয়আতকারী এই অঙ্গীকার করবে যে, সাধারণভাবে সমগ্র সৃষ্টিকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে রিপুর তাড়নার বশবর্তী হয়ে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না, মৌখিকভাবেও নয়, হস্ত দ্বারাও নয়, আর অন্য কোনভাবেও নয়।"

পুনরায় নবম শর্ত হল, "সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য সাধারণ সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় নিয়োজিত থাকবে,আর যথাসাধ্য খোদা প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তি এবং নিয়ামতরাজির মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করবে। " (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা: ৫৬৪)

এ সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, "ধর্মের দু'টি মাত্র অংশ রয়েছে। একটি হল খোদা তা'লাকে ভালোবাসা, অপরটি হল মানব জাতিকে এতটা ভালোবাসা যে, তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা।"

(নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৪৬৪)

পুনরায় তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ধর্ম এবং ইসলামের অংশ কেবল দু'টো। অথবা এভাবে বলা যায় যে, এই শিক্ষা দু'টো মহান উদ্দেশ্য সম্বলিত। প্রথমত, এক খোদাকে এমনভাবে চেনা বা জানা যেন তিনি চোখের সামনে বিদ্যমান এবং তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর সত্যিকার আনুগত্যে নিজের সত্তাকে নিয়োজিত করা, যেমনটি কি'না আনুগত্য এবং ভালোবাসার শর্ত রয়েছে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাঁর বান্দাদের সেবা এবং সহমর্মিতায় নিজের সকল শক্তি-বৃত্তি এবং সামর্থ্যকে নিয়োজিত করা আর বাদশাহ থেকে আরম্ভ করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুগ্রহকারী মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে বিনিময় প্রদান করা।"

(তোহফা কাইসেরিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা: ২৮২)

অতএব এই হল সেই শিক্ষা, যা খোদার প্রতি ভালোবাসার পর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। কিংবা এভাবে বলা যায় যে, খোদার ভালোবাসার কারণে তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের ব্যবহারিক অবস্থা কেমন ছিল, আর তিনি কীভাবে এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এর বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেন, "আমি সকল মুসলমান, খ্রিষ্টান, হিন্দু আর আর্যদের সামনে এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নেই,অর্থাৎ আমি তাদেরকে বা আমার কোন বিরোধীকে শত্রু মনে করি না। আমি মানব জাতিকে সেভাবেই ভালোবাসি যেভাবে এক স্নেহশীলা মা নিজ সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসেন, বরং আরো বেশি ভালোবাসি। আমি কেবল সেসব মিথ্যা বিশ্বাসের শত্রু, যার ফলে সত্যের হানি হয়। মানব জাতির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন আমার জন্য আবশ্যক। আর মিথ্যা, শির্ক, অন্যায় আর সকল অপকর্ম এবং অবিচার আর চরিত্রহীনতার প্রতি ঘৃণা ও বিতশ্রদ্ধতা হল আমার রীতি।"

(আরবাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৩৪৪)

পুনরায় এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "এটি জানা কথা যে, সব কিছু স্ব-শ্রেণি এবং স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা রাখে,এমনকি যদি কোন স্বার্থ বাদ না সাধে, তাহলে এক পিঁপড়াও অপর পিঁপড়াকে ভালোবাসে। অতএব, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার দিকে ডাকে (তিনি খোদার দিকে মানুষকে ডাকছিলেন) তার জন্য আবশ্যক হল সবাইকে ভালোবাসা। অতএব, আমি মানবজাতির প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা রাখি। হ্যাঁ, তাদের অপকর্ম এবং সকল প্রকার যুলুম, অন্যায়, অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের আমি শত্রু, কিন্তু কারো সত্তার বা কোন ব্যক্তির আমি শত্রু নই। অতএব আমি যেই ধনভান্ডার লাভ করেছি, যা জান্নাতের সকল ধনভান্ডার এবং নিয়ামতের চাবিকাঠি, তা আমি ভালোবাসার আতিশয্যের বশে মানব জাতির সামনে পেশ করছি । আর যেই সম্পদ আমি লাভ করেছি তা বাস্তবিক পক্ষে হীরা, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মত। এটি কোন তুচ্ছ বিষয় নয় এবং অতি সহজেই হস্তগত হতে পারে। কেননা, সেই সকল দিনার, দিরহাম এবং মণি-মুক্তার উপর বাদশাহ্‌র ছাপ রয়েছে। কোন্ বাদশাহ? অর্থাৎ সেই স্বর্গীয় সাক্ষ্যরাজি আমার কাছে রয়েছে যা অন্য কারো কাছে নেই। অতএব, খোদা আমার সমর্থন করেন এবং আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, সব ধর্মের মাঝে ইসলামই সত্য ধর্ম। আমাকে বলা হয়েছে যে, সকল হেদায়াত বা সঠিক পথের মাঝে একমাত্র কুরআনের হেদায়াতই সম্পূর্ণভাবে সঠিক আর মানবীয় মিশ্রণ থেকে মুক্ত। আমাকে বোঝানো হয়েছে যে, সকল রসূলের মাঝে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং উন্নতমানের পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাদাতা আর নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানবীয় পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী একমাত্র রসূল হলেন সৈয়্যদনা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) । খোদা তা'লার পবিত্র এবং পাক ওহীর মাধ্যমে আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, আর অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত মতভেদের জন্য হাকাম বা বিচারক। আমার নাম মসীহ্ এবং মাহদী রাখার মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর খোদা তা'লাও স্বীয় প্রত্যক্ষ ও সরাসরি বাক্যালাপে আমার এটিই নাম রেখেছেন। আর যুগের বর্তমান অবস্থার দাবি অনুসারেও আমার নাম এটিই হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

(আরবাঈন নম্বর-১, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৩৪৫)

এই কথাগুলো কেবল লেখার খাতিরে লেখা নয় বা এটি কেবল দাবি-সর্বস্ব নয় যে, মানব জাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল এবং সবচেয়ে বেশি ছিল, বরং এর ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশও তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই। এক দিকে মসীহ্ এবং মাহদী হওয়ার দাবি রয়েছে তাঁর। আর এ দাবির সত্যায়নের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যখন কতক এমন নিদর্শন প্রকাশ করেন যা মানুষের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তিস্বরূপ ছিল, তখন সেই নিদর্শনের কারণে তিনি ব্যাকুল হয়ে যান। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গৃহের একটি কক্ষে বসবাস করতেন, তিনি বলেন, প্লেগের মহামারি বিস্তারের সময় যখন প্রতিদিন অগণিত মানুষ এর গ্রাসে কবলিত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। তিনি বলেন যে, তখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দোয়া করতে শুনেছি, যা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলেন, (তার নিজের ভাষায় শুনুন) এই দোয়ায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শব্দে ও কণ্ঠে এত বেদনা আর এত বিগলন

ছিল যে, তা শ্রোতাদের আবেগ আকুল করে তুলতোএবং শুনেই এক অদ্ভুত আবেগ-তাড়িত অবস্থার সৃষ্টি হতো। আর তিনি খোদা তা'লার দরবারে এমনভাবে আহাজারি করতেন, আর এমনভাবে ক্রন্দনরত ছিলেন এবং এত গভীর বেদনার সাথে তার মুখ থেকে শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেভাবে কোন নারী প্রসব বেদনায় ছটপট করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি গভীর মনোযোগসহকারে তাঁর দোয়া শুনেছি। তিনি প্লেগের মহামারী থেকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি (অর্থাৎ মানুষের) মুক্তির জন্য দোয়া করছিলেন যে, হে খোদা! এরা যদি প্লেগের শাস্তির শিকার হয় তাহলে কে তোমার ইবাদত করবে?"

(সূত্রঃ সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৫৪)

অতএব লক্ষ্য করুন যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বিরুদ্ধবাদীদের উপর এই আযাব নিপতিত হয়, কিন্তু সেই আযাব তুলে নেওয়ার জন্য তিনি দোয়া করছিলেন। অথচ সেই শাস্তি তুলে নেওয়া হলে বা প্রত্যাহার করা হলে সম্ভাবনা ছিল বরং অবশ্যই বিরোধীরা হৈচৈ করতো। আর এর ফলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সন্দেহযুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু তিনি মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতার আতিশয্যে এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি, বরং এই দোয়া করছিলেন যে, হে আল্লাহ্! এই শাস্তির হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা কর, আর তাদের ঈমানের হেফাজতের জন্য অন্য কোন পথ তুমি খুলে দাও। তাঁর বিরোধীরা কখনো এটি বলতে পারবে না যে, সহানুভূতি প্রদর্শনের সুযোগ থাকলে তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নি। এ সংক্রান্ত বহু ঘটনা তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি।

মিনারাতুল মসীহ্‌র নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলে হিন্দুরা হৈচৈ করে যে, এতে আমাদের ঘরের পর্দা নষ্ট হবে। তখন সরকারের পক্ষ থেকে এক ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করার জন্য কাদিয়ানে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সামনে সকল খুঁটিনাটি তুলে ধরেন যে, এটি একটি নিদর্শন স্বরূপ। এতে আলোর ব্যবস্থা করা হবে, এলাকার আলোর অভাব দূর হবে, পর্দা নষ্ট হবে না। আর তাদের পর্দা যদি নষ্ট হয়, তাহলে আমাদের ঘরেরও হবে। অতএব এটি ভ্রান্ত ধারণা যে, পর্দা পদদলিত হবে। এগুলো সব অর্থহীন আপত্তি। ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে এক স্থানীয় হিন্দু লালা ভুড্ডামালও ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই ব্যক্তি এখানেই বসবাস করে। তিনি আমাদের প্রতিবেশী এবং এই শহরের অধিবাসী। তিনি জানেন যে, আমি সব সময় প্রতিবেশী এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বশীল ছিলাম। লালা ভুড্ডামাল আপনার সাথেই আছেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, কখনো এমন উপলক্ষ্য এসেছে কী যে, তারা আমার সাহায্যের মুখাপেক্ষি ছিল, আর আমি সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি বা তাদের কোন প্রকার উপকার করা থেকে আমি বিরত থেকেছি? একই সাথে এটিও জিজ্ঞেস করুন যে, কখনো লালা সাহেব আমার ক্ষতি করার সুযোগ পেয়ে ক্ষতি করা থেকে বিরত থেকেছেন কি'না? তিনি সব সময় আমার ক্ষতি করেছেন আর আমি সব সময় তার উপকারই করেছি। লালা সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের সাথেই ছিলেন। এই সত্যকে অস্বীকার করার সাহস তার হয় নি, বরং তার পক্ষ থেকে তখন লজ্জার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিল।

(সূত্রঃসীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৬১-৬৩)

এই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ। যারা ক্ষতি করতো,সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির প্রেরণায় তিনি তাদেরও হিতসাধন করেছেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব, যিনি বিরোধিতায় সীমা লঙ্ঘন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া আরোপ করেছেন, দাজ্জাল এবং 'যাল' আর পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করেছেন, সারা দেশে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং নৈরাজ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন, মামলার সময় তাঁর (আ.) উকিল মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর বংশ সম্পর্কে কিছু আক্রমণাত্মক বা তীর্যক প্রশ্ন করতে গেলে তিনি (আ.) কঠোরভাবে বারণ করেন। উকিল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব অ-আহমদী ছিলেন। তিনি বলতেন,মির্যা সাহেব অদ্ভুত মানুষ এবং অদ্ভুত চরিত্রের অধিকারী। একব্যক্তি তাঁর সম্মান এবং প্রাণের জন্য হুমকি স্বরূপ,আর এর প্রত্যুত্তরে তার সাক্ষ্যকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে যখন কিছু প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বারণ করেন যে, আমি এমন প্রশ্ন করার অনুমতি দিতে পারি না। এই মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সম্পর্কে নিজের এক আরবী পঙ্‌ক্তিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও লিখেছেন -

قَطَعْتَ وِدَادًا قَدْ غَرَسْنَاهُ فِي الصَّبَا وَلَيْسَ فُؤَادِيْ فِي الْوَدَادِ يُقَصِّرُ

অর্থাৎ তুমি ভালোবাসার সেই বৃক্ষকে নিজ হাতে কর্তন করেছ যা আমরা যৌবনে নিজেদের হৃদয়ে রোপণ করেছিলাম। কিন্তু আমার হৃদয় কোনভাবে ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে না।

(সূত্রঃ সীরাত তাইয়েবা, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব পৃষ্ঠা: ৫৭-৫৯)

যাহোক, এই হল একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর মিশন ও উদ্দেশ্যকে নিশ্চিহ্ন এবং নির্মূল করার জন্য অনেক মুসলমান আলেম অপচেষ্টা করেছে। নামধারী অগণিত আলেম তাঁর বিরোধিতা করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত আছে। এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমাদের বিরোধিতা হয়। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষারই প্রভাব যে,আজও এসব বিরোধীদের অপকর্মের প্রত্যুত্তরে তাদের বিরোধিতায় আমরা নৈতিক মানকে বিসর্জন দিই না এবং আইন হাতে তুলে নিই না। হায়! এরা যদি বুঝতো যে, হযরত মির্যা গোলাম আাহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই এ যুগের হাকাম ও আদাল মসীহ্ এবং মাহদী। ইসলাম প্রচার এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার রাজত্ব, যা ভূপৃষ্ঠে নয় বরং মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের মাধ্যমেই হবে, কোন তরবারি, বন্দুক বা কোন শক্তিবলে নয় বা সন্ত্রাস করে নয়,আর ইসলামের নামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে নয়। ইউরোপে ইসলামের নামে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠন যার জন্য দায়ী। অথবা লন্ডনে দুই দিন পূর্বে নির্দয়ভাবে যে নিরীহ এবং নিষ্পাপ লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে, পথিকদের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, একজন পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে, এই সবকিছুর কারণ হল, এসব নামধারী আলেমরা মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। ইসলামের চিত্তাকর্ষক শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রথিত না করে বরং অন্যায় এবং বর্বরতাকে তাদের হৃদয়ে গ্রথিত করেছে।

এমন পরিস্থিতিতে, আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, আর প্রায় সময় বলি যে, আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের দায়িত্ব হল ইসলামের সৌন্দর্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। আর আহমদীয়াতের বিরোধিতার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, এরা আহমদীয়াতের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফলকাম এবং জয়যুক্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। এখন ইসলামের প্রসার এবং প্রচার তাঁর মাধ্যমেই হবে। অতএব আমাদেরই ইসলাম প্রচার করতে হবে। হত্যা, নিরীহ লোকদের প্রাণহানী, আর খুনোখুনির যে ঘটনা ঘটছে, এমন অপকর্মকে যথাযথভাবে সর্বত্র খণ্ডন করতে হবে। এর বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করতে হবে। আর প্রভাবিত লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনও আমাদের দায়িত্ব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হে সমগ্র মানবজাতি! ভালোভাবে শুনে রাখ, এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি তাঁর এ জামা'তকে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করবেন। দলীল এবং প্রমাণের মাধ্যমে সবার বিরুদ্ধে তাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। সেই দিন ঘনিয়ে আসছে,বরং সন্নিকটে, যখন পৃথিবীতে এটিই একমাত্র ধর্ম হবে, যাকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে। আল্লাহ্‌তা'লা এই ধর্ম এবং এই জামা'তে অসাধারণ এবং অলৌকিক কল্যাণ রেখে দিবেন। যারা এটিকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তা করে, তাদেরকে তিনি ব্যর্থ করবেন। আর এ বিজয় চিরস্থায়ী হবে, যতদিন কিয়ামত উপস্থিত না হয়। এখন এরা যদি আমাকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে তাহলে এতে ক্ষতি কী? এমন কোন নবী নেই যার প্রতি হাসি-তিরস্কার করা হয় নি। তাই মসীহে মওউদকেও তিরস্কারের লক্ষ্যে পরিণত করা অবধারিত ছিল, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (সূরা ইয়াসীন: ৩১) অতএব, এই হল খোদার পক্ষ থেকে সত্যতার নিদর্শন যে, সব নবীকেই হাসি-তিরস্কারের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। কিন্তু সবার সামনে আকাশ থেকে অতবরণকারী ব্যক্তি, যার সাথে ফেরেশতাও থাকবে তাকে কে হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে? অতএব বুদ্ধিমানরা এই যুক্তির মাধ্যমেও বুঝতে পারবে যে, মসীহে মওউদ এর আকাশ থেকে অবতরণের ধারণা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। স্মরণ রেখ! আকাশ থেকে কেউ অবতরণ করবে না। আমাদের সব বিরোধী, যারা এখন জীবিত আছে, তারা সবাই মারা যাবে, কিন্তু তাদের কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না। এরপর তাদের সন্তান-সন্ততি যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারাও মরবে,কিন্তু তাদেরও কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না। আর তাদের সন্তানদের সন্তানরাও মারা যাবে, কিন্তু তাদেরও কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

দেখবে না। তখন খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশীয় বিজয়ের যুগও কেটে গেছে, আর পৃথিবীর ভিন্নরূপ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা এখনও আকাশ থেকে আসল না। তখন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানরা এই বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবে,আর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ণতার পূর্বেই ঈসার জন্য অপেক্ষমানরা, তারা খ্রিষ্টান হোক বা মুসলমান, সম্পূর্ণভাবে নিরাশ এবং বিতশ্রদ্ধ হয়ে এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। আর পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম থাকবে আর একজন মাত্র নেতা হবেন। আমি শুধু একটি বীজ বপন করতে এসেছি। অতএব আমার হাতে সেই বীজ বপিত হয়েছে। এখন তা অঙ্কুরিত হবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে,আর কেউ এ পথে বাদ সাধতে পারবে না।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭)

আল্লাহ্ তা'লার মসীহ্র বপিত এই বীজ খোদা তা'লার ফযলে ফুল-ফল বহন করছে আর বিস্তার লাভ করছে। আমাদেরকে যদি এর জীবন্ত এবং সবুজ শাখা-প্রশাখা হতে হয় তাহলে আমাদের কাজ হবে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা এবং বক্তৃতা থেকে প্রমাণিত যে, খোদা-প্রেম ও রসূল-প্রেম এবং নিজেদের কর্ম, আর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদর্শনে আমরা যেন এমন হই যে, আমাদের প্রতিটি কর্মে তার প্রকাশ ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

(১ম পাতার পর.....)

আগুন অতিক্রম করিতে না হইবে (সূরা মরিয়মঃ ৭২ আয়াত)

কিন্তু খোদার জন্য যাহারা সেই আগুনে পতিত হয় তাহারা পরিত্রাণ পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 'নফসে আম্মারার' জন্য (আত্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য) এই আগুনে পতিত হয়, সে ভস্মীভূত হইবে।

সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লংঘন করে সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারে না।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দু-বিষর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেই জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও। কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দন্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত, দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং ক্ষতির কারণ না হয়, অথবা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া শাহী দরবারে পেশ করিবার উপযোগী না হয়।

* কুরআন শরীফে শরীয়ত (ধর্ম-বিধান) শেষ হইয়াছে কিন্তু ওহী (ঐশী বাণী) শেষ হয় নাই কারণ উহা সত্য ধর্মের জীবন। যে ধর্মে ওহী জারি (ধারাবাহিক) নাই সেই ধর্ম মৃত এবং খোদার সাথে সম্পর্কশূণ্য।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২৩-২৬)

(খুতবার শেষাংশ.....)

এত মনোযোগ দিয়ে শুনি যে, মুখস্থ হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি, পৃথিবীর স্থায়িত্ব এবং জগতের সব মানুষের অধিকার সমানভাবে প্রদান করা আজ আহমদীয়া জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত।

এখানে গত বছরের জলসা সালানার পর অবস্থান করাটা তার জন্যসহজ ছিল না। তিনি বলেন, তুর্কমেনিস্তানে আমার পরিবারে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে যেখানে আমার সকল আত্মীয়স্বজন উপস্থিত রয়েছে। ঘরের কর্তা হিসেবে আমার সেখানে থাকার কথা কিন্তু আমি মনে করি যে, এ সময় কুরআন করিমের তুর্কমেনি অনুবাদের কাজের চেয়ে আমার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো কাজ নেই। আমার কাছে কুরআন করিমের সেবা করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও কৃপা করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরকেও আহমদীয়াত কবুল করার এবং তদনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য দিন যদি তারা বয়আত না করে থাকেন।

নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব।

❁****❁****❁****❁

আঁ হযরত (সা.)-এর অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর রচনা থেকে

আমাদের পথ-প্রদর্শক নবী আঁ হযরত (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শ নামে অভিহিত করেছেন। তাই তিনি আমাদের জন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটিই সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তিনি নিজের কর্মবিধি দ্বারা আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, পবিত্র ও পুণ্যময় প্রবৃত্তিকে কোনক্রমেই দমন করা বৈধ নয়, সেগুলিকে বরং আরও বিকশিত করা উচিত। আর যে সমস্ত আবেগের কারণে পাপ ও মন্দকর্মের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সেগুলিকে গোপন না রেখে নিমূল করা আবশ্যক। অতএব আমরা যদি সংকোচ বশতঃ এমন কিছু বিষয় নিয়ে উল্লেখ না করি যেগুলি আমাদের ধর্মের জন্য উপযোগী, তবে আমরা ভুল করছি। আর যদি আমরা সেই সমস্ত কথা যেগুলি বলা ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের জন্য বৈধ, সংকোচের কারণে বলি না, কিন্তু আসলে আমরা তার প্রতি আগ্রহী, তবে এটি কপটতা। আর যদি মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান অর্জনের জন্য নিজেকে কেউ নীরব ও গম্ভীর বানিয়ে রাখে তবে এটি শিরক। আঁ হযরত (সা.) -এর জীবনে এমন একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যা থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা.) এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কারো জন্য সংকোচ বা কৃত্রিমতা করেছেন। বরং তাঁর জীবন অত্যন্ত সরল এবং নির্বিবাদ হিসেবে প্রতীয়মান হয় যা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজের সম্মানকে মানুষের হাতে মনে করতেন না, বরং সম্মান ও লাঞ্ছনার অধিকারী খোদাকেই জ্ঞান করতেন।

ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে কৃত্রিমতা

ধমীয় নেতাদের এদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকে যে, তাদের ইবাদত এবং যিকর যেন অন্যদের তুলনায় বেশি হয়। তারা বিশেষভাবে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়, যাতে মানুষ তাদেরকে অত্যন্ত পুণ্যবান বলে মনে করে। মুসলমান হলে ওজুর বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিবে এবং বেশ সময় ধরে ওজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ধুতে থাকবে। অন্যদের ওজুর পানির ছেঁটা এড়িয়ে চলবে, সিজদা ও রুকু দীর্ঘ করবে। চেহারায় বিশেষ বিনয়ভাব প্রকাশ করবে এবং অবিরাম ওযীফা পাঠ করতে থাকবে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) সব থেকে বেশি মুত্তাকি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মত খোদাভীতি কেউ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উপরোক্ত বিষয়গুলিতে একেবারেই সাধারণ ছিলেন। তাঁর জীবন এই সব কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিল।

শিশুর কান্না শুনে নামাযে শীঘ্রতা

"اِنِّیْ لَاَقُوْمُ فِیْ الصَّلٰوۃِ اُرِیْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِیْھَا فَاَسْمَعُ بُکَاءَ الصَّبِیِّ فَاَتَجَوَّزُ فِیْ صَلٰوتِیْ کَرَاھِیَّۃَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمِّہٖ (بخاری

আবি কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁহযরত (সা.) বলেছেন: আমি অনেক সময় নামাযে দাঁড়িয়ে নামায দীর্ঘায়িত করতে চাই, কিন্তু কোন শিশুর কান্নার শব্দ শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই, এই ভয়ে যে পাছে শিশুর মাকে কষ্টে না ফেলি।

কেমন সরলতার সঙ্গে তিনি বললেন, শিশুর কান্না শুনে নামায তাড়াতাড়ি পড়িয়ে দিই। বর্তমান যুগের সুফীরা এমন বিষয়কে নিজের অসম্মান মনে করে, কেননা, তারা একথা প্রকাশ করাকে নিজেদের জন্য গর্ব মনে করে যে, আমরা নামাযে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে বুঝতেই পারি নি আর পাশে ঢোল বাজতে থাকলেও কিছু বুঝতে পারি না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) এই সমস্ত কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র ছিলেন। খোদা তা'লা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন, কোন মানুষ তাঁকে সম্মানীয় করে নি। এমন চিন্তাধারা তাদেরই যারা মনে করে যে মানুষ সম্মান দেয়।

জুতো পায়ে নামায পড়া

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.)কে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি কি জুতো পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তেন? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ পড়তাম।

এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি কিভাবে কৃত্রিমতা এড়িয়ে চলতেন। এখন সেই যুগ আগত যখন কি না সেই সব মুসলমানরা যারা ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনবিহিত, তারা যদি কাউকে জুতো পায়ে নামায পড়তে দেখে তবে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তাদের ধারণা অনুসারে যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ না করে তারা বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) যিনি আমাদের জন্য আদর্শ তাঁর কর্মবিধি এমনটি ছিল না। বরং তিনি বিষয়কে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, তিনি কোন কৃত্রিমতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য পবিত্রতা একটি শর্ত, আর এটি কুরআন এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত। অতএব যে জুতো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাধারণত যে যে স্থানে নোংরা লাগার ভয় থাকে সেখানে যদি পরে না যায় তবে প্রয়োজনে সেই জুতো পরিহিতি অবস্থায় নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। আর এমনটি করে তিনি উম্মতের উপর এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, তাদেরকে পরবর্তীকালের কৃত্রিমতা থেকে রক্ষা করেছেন। এই উত্তম আদর্শের দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়া উচিত যারা বর্তমানে এবিষয়গুলি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় আর কৃত্রিমতার পেছনের উন্মাদনা প্রকাশ করে। যে কাজের ফলে ঐশী মাহাত্ম্য এবং তাকওয়ার বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে না, সেই কাজ সম্পাদনে মানুষের সম্মানে কোন হেরফের ঘটে না।

অনাহুতদের জন্য অনুমতি চাওয়া

হযরত ইবনে মাসুদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 06 Feb 2025 Issue No.6

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

'এক আনাসারী সাহাবী ছিলেন যাঁর নাম ছিল আবু শোয়েব। তাঁর এক ক্রীতদাস ছিল যে কসাইয়ের কাজ করত। তাকে তিনি আদেশ দেন যে, আমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে চার সাহাবা সহ ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানাব। এরপর তিনি রসুলে করীম (সা.)কেও আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠান যে, হুযুর (সা.) এবং চারজন সাহাবার দাওয়াত রয়েছে। তিনি (সা.) তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যখন যাচ্ছিলেন তখন পথে আরও একজন সঙ্গ নেয়। তিনি (সা.) সেই সাহাবার বাড়ি পৌঁছে বলেন, তুমি তো আমাদের পাঁচ জনের দাওয়াত করেছিলে। এখন এই ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে এসেছে। এখন বল যে, একেও ভিতরে আসার অনুমতি দিবে কি না? তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! অনুমতি আছে। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

এই হাদীসে থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা.) কিভাবে নিঃসংকোচে কোন বিষয় উপস্থাপন করতেন। হয়তো তাঁর স্থানে অন্য কেউ হলে চুপ করেই থাকত। কিন্তু তিনি (সা.) পৃথিবীর জন্য আদর্শ হয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি (সা.) প্রত্যেকটি বিষয়কে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজে আমল করে দেখাতেন, আমাদের জন্য কঠিন হত। তিনি নিজের কর্মবিধি দ্বারা বলে দিয়েছেন যে, সরলতা ও অনাড়ম্বরতাই মানুষের জন্য কল্যাণকর। এবং তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সম্মান কৃত্রিমতার মধ্যে নিহিত নয়, বরং তাঁর সম্মান খোদার পক্ষ থেকে ছিল।

সংসারের ব্যায় নির্বাহে সরলতা ও অমায়িকতা

তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিও ছিল অতি সাধারণ। ধনীরা সাংসারিক খরচাদির বিষয়ে যে সমস্ত অপব্যায় ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত, তিনি সে সবের ধারে কাছেও যেতেন না। তিনি এমন সাধারণ জীবনযাপন করতেন যে, জগতের বাদশাহরা তা দেখেই বিস্ময়ে ডুবে যাবে। এবং এর উপর আমল করা তো দূরের কথা, ইউরোপের বাদশাহ হয়তো একথা স্বীকার করতেও রাজি নয় যে এমনও কোন বাদশাহ ছিল যার ভাগ্যে ধর্মীয় জগতের রাজত্ব ছিল আর জাগতিক রাজত্বের দায়িত্বও পেয়েছিলেন; কিন্ত তা সত্ত্বেও নিজের খরচাদির বিষয়ে এমন মিতব্যায়িতা ও অমায়িকতা অবলম্বন করতেন। অথচ তিনি কার্পণ্য করতেন না, বরং পৃথিবীতে আজ অবধি যত উদার ও মহানুভব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, তিনি তাদের সকলের চেয়ে বেশি উদার ছিলেন।

ধনীদের অবস্থা

যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধনসম্পত্তি এবং প্রাচুর্য দান করেন, তাদের অবস্থা মানুষের অগোচরে থাকে না। দরিদ্র থেকে দরিদ্র দেশেও আনুপাতিক হারে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ থাকে। এমনকি বন্য ও বর্বর জাতি ও গোষ্ঠী সমূহের মধ্যেও কোন না কোন ধনী সম্প্রদায় থাকে। তাদের এবং অভাব-পীড়িতদের জীবনযাপন পদ্ধতিতে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে তা কারো অগোচরে থাকে না। বিশেষত যে সমস্ত জাতিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তাদের ধনীদের জীবনে এমন বিলাসিতা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ থাকে যে তাদের ব্যায়বহুলতা সীমা ছাড়িয়ে যায় ।

আঁ হযরত (সা.) যে জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন সেই জাতিরও গর্ব প্রকাশ এবং আড়ম্বরতায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। আরব সর্দাররা এক বিরল জনঘনত্বের একটি দেশের অধিবাসী হওয়া সত্বেও কয়েক ডজন করে ক্রীতদাস রাখত এবং তারা গৃহের শোভা বৃদ্ধিতে অভ্যস্ত ছিল।

আরব সংলগ্ন ভূখন্ডে এমন দুটি জাতির বাস ছিল যারা নিজেদের শক্তির বিচারে তৎকালীন জ্ঞাত জগতের উপর রাজত্ব করত। একদিকে পারস্য প্রাচ্যের সভ্যতার বৈভব ও গৌরব সহকারে পুরো এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। অন্যদিকে রোম পাশ্চাত্যের দর্প ও গৌরব নিয়ে সমগ্র ইউরোপ এবং আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই দুটি দেশ প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় বর্তমান যুগের দেশগুলিকে যোজন যোজন পেছনে ফেলে দিত। সুখ-সাচ্ছন্দ এবং বিলাসিতার এমন এমন উপকরণ তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু কিছু বিষয়ে তারা বর্তমান যুগের থেকেও এগিয়ে গিয়েছিল। ভোগ-বিলাসের উপকরণ চরম উৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল যা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইরানের দরবারে সম্রাট যে মর্যাদা ও বৈভব নিয়ে সিংহাসনে বসতে অভ্যস্ত ছিল এবং তাদের গৃহে যে পরিমাণ ভোগ-বিলাসের সরঞ্জাম একত্রিত ছিল, 'শাহনামা'র পাঠকরা তা ভালভাবে অনুধাবন করতে পারবে। যারা ইতিহাসের পুস্তকে এই সমস্ত সাজ সরঞ্জামের বিষয়ে সবিস্তারে অধ্যয়ন করেছে, তারা তো বেশ ভালই অনুমান করতে পারবে। শাহী দরবারের কলিনেও মনিমাণিক্য লাগানো ছিল এবং বাগানের কারুকাজে পান্না ও মুক্তা খচিত কলিন দ্বারা দরবারের ময়দানকে শাহী বাগান সদৃশ বানিয়ে দেওয়া হত। হাজার হাজার সেবক এবং দাস ইরানের বাদশাহর সঙ্গে থাকত। সবসময় ভোগ-বিলাসেই তারা মত্ত থাকত।

রোমী বাদশাহও ইরানীদের থেকে কোন অংশে কম যায় না। ইরানের বাদশাহ্র এশীয় বৈভব ও মযার্দার বিপরীতে রোমী বাদশাহ পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য এবং বৈভবের অনুরাগী ছিল। যারা রোমীদের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছে তারা জানে যে, রোমান সাম্রাজ্য প্রাচুর্যের সময় কিভাবে খরচ করেছে।

অতএব, যে দেশে ক্রীতদাস রেখে রাজত্ব করাকে গর্ব বলে মনে করা হত এবং যা রোম ও ইরানের মত শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, একদিকে পারস্য সাম্রাজ্যের বিলাসিতা তাদেরকে প্রলুব্ধ করছিল, অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যের চোখ ধাঁধানো সমৃদ্ধি তাদেরকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করছিল, সেই আরবের মত দেশে জন্ম নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর বাদশাহ্ হিসেবে উত্তরণ এবং উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত না হওয়া এবং পারস্য ও রোমের আকর্ষণের ছোঁয়াচ এড়িয়ে যাওয়া, আরবদের প্রতিমাগুলিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া- এগুলি কি এমন বিষয় যা দেখার পরও কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ তাঁর পবিত্র ও সত্যবাদীদের নেতা হওয়া এবং আত্মশুদ্ধির বিষয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে? না এমনটি কখনোই হতে পারে না।

নিজের হাতে সংসারের কাজ করা

এছাড়াও তাঁর আশপাশে বাদশাহদের জীবনের দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু তাদের জীবনের কোন প্রভাব তাঁর কোন কর্মে পড়ে নি যা তিনি করে দেখাতেন। এবিষয়টিও ভেবে দেখার যে, তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এমন পদমর্যাদা দান করেছিলেন যে, তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। একদিকে রোম তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে এবং অন্যদিকে পারস্য তাঁর অগ্রসরমান সেনাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল এবং তারা উভয়েই উদ্বিগ্ন ছিল যে, এই প্লাবনকে প্রতিহত করার জন্য কি পরিকল্পনা করা যায়? সেই কারণে উভয় সাম্রাজ্যের দূতেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করত এবং চিঠিপত্র আদান প্রদান আরম্ভ করেছিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে দাপট দেখানোর জন্য নিজের সঙ্গে একদল ক্রীতদাস রাখা এবং প্রতাপান্বিত অবতারে আত্মপ্রকাশ করা তাঁর জন্যও আবশ্যক ছিল। কিন্তু তিনি কখনওই এমনটি করেন নি। ক্রীতদাসদের দল তো দূরের কথা, সংসারের দৈনন্দিন কাজের জন্য তিনি কোন ভৃত্য বা সেবক রাখেন নি। নিজেই সব কাজ করে নিতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, 'হযরত আয়েশা (রা.) কে প্রশ্ন করা হয় যে, নবী করীম (সা.) বাড়িতে কি কি কাজ করতেন? তিনি (রা.) উত্তর দেন, তিনি (সা.) বাড়ির মহিলাদের সাহায্য করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি বাইরে চলে যেতেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি কিরূপ সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘরের কাজকর্মের জন্য কোন ভৃত্য ছিল না। অবসর সময়ে তিনি নিজেই বাড়ির সব কাজ স্ত্রীদের সঙ্গে করতেন।

কতই না সাধারণ জীবন যাপন ছিল। আল্লাহ্ আল্লাহ্॥ কি অসাধারণ নমুনা। এমন কোন মানুষ কি পেশ করা যেতে পারে যার কাছে রাজত্ব আছে সে এমন নমুনা দেখাতে পারে যে, সংসারের কাজের জন্য একজন চাকরও নেই? যদি কেউ দেখাতে পারে তবে সে নিশ্চয়ই তাঁর কোন সেবক হবে। অন্য কোন বাদশাহ্ যে তাঁর দাসত্বের মর্যাদা রাখে না, সে এমন নমুনা কখনোই প্রদর্শন করে নি। এমন মানুষও পাওয়া যাবে যে জগতের ভয়ে তাঁকে ছেড়েই দিয়েছে। এমনও আছে যারা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই এই জগতেরই হয়ে গেছে। কিন্তু এই নমুনা যেখানে জগতের সংশোধনের জন্য তার বোঝাও নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিয়েছেন। আর দেশের শাসনভারও নিজের হাতে রেখেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা থেকে দূরে থেকেছেন এবং তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন নি, বাদশাহ হয়েও দরিদ্র হয়ে থেকেছেন। এই বৈশিষ্ট্য আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সেবকদের ছাড়া আর কারও মাঝে দেখা যায় না। যাদের কাছে কিছুই ছিল না, এমনকি নিজেদের থাকার ঘরও পেত না। আর শত্রুরা যাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিত না। কখনো কোথাও তো কখনো অন্য কোথাও যেতে হত- তাদের জন্য সাধারণ জীবনযাপন কোন উৎকৃষ্ট নমুনা নয়, যাদের কাছে কিছুই নেই তারা কিভাবে বৈভবপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে? কিন্তু আরব দেশের বাদশাহ্ হয়ে নিজের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের মাঝে বিতরণ করা আর বাড়ির কাজকর্ম নিজের হাতে করা-এগুলি এমন বিষয় যা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ না করে পারে না।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir